ক্যামডেন টুগেদার (একতাবদ্ধ ক্যামডেন)
ক্যামডেনের টেকসই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৭-২০১২
(Camden's sustainable community strategy 2007-2012)

মুখবন্ধ

আমরা 'লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপের' (LSP) পক্ষে ক্যামডেনের জন্য আমাদের এই নতুন টেকসই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাটি (কমিউনিটি স্ট্র্যাটিজি) প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। এই পরিকল্পনায় ক্যামডেনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের সবার মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা সবার কথা শুনেছি। পরিকল্পনাটি তৈরীর জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ সমগ্র বারা জুড়ে জনসভা করেছেন যেখানে শত শত লোক উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত দিয়েছেন। সিভিক ফোরামের প্রচেষ্টায় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সরকারী সেবা-ব্যবস্থা একত্রিত হয়েছেন এবং তারা ক্যামডেনের কয়েকটি সবচেয়ে বড় সমস্যাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এসব মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানে মোট ১,২০০ জনেরও বেশী লোক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

আমাদের সার্বিক স্বপ্ন (ভিশান) হলো ক্যামডেনকে একটি *'সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ বারায়'* পরিণত করা। এর মানে হলো, চাকুরি ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে, একযোগে কাজ করে লোকজন ও কমিউনিটিগুলোকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে সক্ষম করে তোলা।

আমরা, এই বারাটি প্রধান প্রধান যেসব সমস্যা ভোগ করছে সেগুলো চিহ্নিত করে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান বের করতে চাই। এর মানে হলো, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল রেখে আমাদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনযাত্রার মান ঠিক রাখা - প্রকৃতপক্ষে উন্নত করা। আমাদের আর একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ক্যামডেনকে একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত করা, কিন্তু সাথে সাথে যে কর্মমুখর পরিবেশ এটিকে বসবাসের জন্য একটি উপভোগ্য স্থানে পরিণত করেছে সেই পরিবেশও বজায় রাখা।

একযোগে কাজ করার মাধ্যমে কিভাবে আমরা ক্যামডেনে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারি সে সম্পর্কে এই পরিকল্পনাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সে কারণেই আমরা এমন একটি 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' (কমিউনিটি স্ট্র্যাটিজি) উপস্থাপন করেছি যার মূলে রয়েছে উচ্চাকাংখাপূর্ণ স্বপ্ন এবং স্বাপ্ন পূরণের জন্য সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি।

২০১২ সালের মধ্যেই যাতে ক্যামডেন একটি 'সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ' স্থানে পরিণত হয় সেটা নিশ্চিত করতে আমরা, এবং 'লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপের' অন্য সবাই, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কাউন্সিলর কিথ্ মফিট (Councillor Keith Moffitt)
চেয়ার, 'লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ' এবং কাউন্সিলের লীডার

কাউন্সিলর এন্ড্রু মারশাল (Councillor Andrew Marshall)
কাউন্সিলের ডেপুটি লীডার

মার্চ ২০০৭

১. ভূমিকা

ক্যামডেন টুগেদার (একতাবদ্ধ ক্যামডেন) কি?

ক্যামডেন টুগেদার হচ্ছে এখন থেকে ২০১২ সাল নাগাদ ক্যামডেন বারার উন্নয়ন পরিকল্পনা ।

এই 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' বা কমিউনিটি স্ট্র্যাটিজির মূলে রয়েছে ক্যামডেনকে এমনভাবে উন্নত করার একটি প্রতিজ্ঞা যা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে - এ কারণেই এটাকে একটি '*টেকসই* সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' বলা হয় । আর তাই 'ক্যামডেন টুগেদার' অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলোকে সম্মিলিতভাবে সমাধান করার উপর জোর দৃষ্টি দিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, আমাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এমনভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে যাতে আমাদের কার্বন নির্গমন কমে যায়, আমাদের সবুজ মাঠগুলো সংরক্ষিত থাকে, বারায় বাসস্থানের চাহিদা পূরণ হয় এবং আমাদের কমিউনিটির জন্য যেসব অবকাঠামো দরকার সেগুলো শক্তিশালী হয় ।

পরিকল্পনা হচ্ছে এক জিনিস, আর আসল কাজ যা মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে সেটা হচ্ছে অন্য জিনিস । এই দলিলটিতে যেসব প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন সংস্থার জন্য যা ভালো কাজ করে তার ভিত্তিতে নয় বরং যা ক্যামডেনের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেইসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ঠিক করা হয়েছে । এ কারণেই 'লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ' এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এই 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' বা কমিউনিটি স্ট্র্যাটিজিটি তৈরী করা হয়েছে । 'লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ' হচ্ছে, পুলিশ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা-ব্যবস্থা, স্থানীয় ব্যবসা এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক ও কমিউনিটি সেক্টরের বিভিন্ন সংগঠন সহ, ক্যামডেনের সকল সরকারী সেবা-প্রদানকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি গ্রুপ যার চেয়ার বা সভাপতি হলেন কাউন্সিলের লীডার ।

আমাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে লোকজনকে এমন চমৎকার সেবা প্রদান করা যা তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে, তবে এটাই সব কিছু নয় । আর, সরকারী সংস্থাগুলো কি করতে পারে কেবল সেগুলোই এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয় নাই । সঙ্গত কারণেই, জনসাধারণ আশা করতে পারেন যে, কাউন্সিল ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনার্স) আলাপ-আলোচনা করবে, দিক-নির্দেশনা ঠিক করবে এবং সুস্পষ্ট নেতৃত্ব প্রদান করবে । তবে, এই পরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে সাহায্য করা, যতটা সম্ভব, প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ।

মতামত বিনিময়

'ক্যামডেন টুগেদার' নিয়ে ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মতামত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয় । এই মতামত বিনিময়ে ১২০০ জনেরও বেশী লোক সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন । এবং আমরা লোকজনের কাছ থেকে ২৬৩টি চিঠি ও ই-মেইলে পাঠানো উত্তর পেয়েছিলাম যার মধ্যে ৯১টি উত্তর পাওয়া যায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে । বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে ৫১টি উত্তর পাওয়া যায় এবং কাউন্সিলরদের দ্বারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত মিটিংগুলোতে ৩৭৪ জন লোক যোগদান করেন ।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছাড়াও আমরা আরো অনেকগুলো মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, যার মধ্যে ছিলো: বাসিন্দাদের বিশেষ বিশেষ গ্রুপের সাথে সভা, টেকসই এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর মতামত বিনিময়, বিভিন্ন স্কুলের সাথে কাজ করা এবং হ্যাভারস্টক স্কুলে একটি 'সিভিক ফোরাম' অনুষ্ঠিত করা। এ ব্যাপারে আপনি www.camdentogether.org.uk ওয়েবসাইট থেকে আরো বেশী জানতে পারবেন। এই ওয়েবসাইটে ক্যামডেনের নতুন 'টেকসই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' সম্পর্কেও ক্রমাগতভাবে তথ্য দেওয়া হবে।

এই মতামত বিনিময় থেকে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে জোরালোভাবে বেরিয়ে এসেছে সেগুলো মধ্যে রয়েছে:

- **বাসস্থান**
  অনেক লোকই বারার বাসস্থানের বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেছেন। বিশেষভাবে, লোকজন মনে করেছেন যে, বারায় এমন বাসস্থানের সংখ্যা কম যেগুলো তাদের সাধ্যের মধ্যে অথবা তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

- **নেশকর দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য অপরাধ**
  লোকজন মনে করেন যে, বারায় নেশাকর দ্রব্যের ব্যবহার এবং সবার চোখের সামনে নেশাকর দ্রব্যের বেচা-কেনা চলে বলে এখানকার জীবনযাত্রার মানের উপর মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়ে। সার্বিকভাবে, ক্যামডেনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাসিন্দাগণ নিরাপত্তা বিধান করা এবং অপরাধ দমন করার বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

- **স্থানীয় ও স্বাধীন দোকান-পাট এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসমূহ**
  লোকজন এখানকার বিভিন্ন ব্যবসাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে করেন - বিশেষ করে, স্থানীয় স্বাধীন ব্যবসাগুলোকে - এবং তারা চান যে, এই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা এখানে থাকুক।

- **পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি**
  পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন সামলাতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের প্রতি লোকজনের জোর সমর্থন রয়েছে। লোকজন চান যে, এই উদ্যোগগুলো যেন সহজ-সরল হয় যাতে তারাও এতে অবদান রাখতে পারেন।

- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া**
  একটি বিরাট সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন যে, ক্যামডেনের ক্রমবর্ধমন জনসংখ্যাকে সামাল দেওয়া ক্যামডেনের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, বর্তমান বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

- **জাতিগত ভিন্নতা**
  ক্যামডেনে যে বিভিন্ন জাতি পরিচয়ের লোকজন বসবাস করেন তার প্রতি বিপুল সমর্থন

রয়েছে এবং, বিশেষ করে, অনেক লোকই ভিন্ন জাতি-পরিচয়ের লোকজনের পাশে বসবাস করতে পছন্দ করেন। অনেক লোকই যুক্তি দেখান যে, আমাদের এই বহু-জাতিক সমাজকে একতাবদ্ধ রাখতে হলে ইংরেজী ভাষা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- **ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নিতে লোকজনকে উৎসাহিত করা**
  লোকজন এই মতামতটিকে সমর্থন করেছেন যে, ক্যামডেনকে বসবাসের জন্য একটি সুন্দর স্থানে পরিণত করতে প্রত্যেককেই কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেকেই বলেছেন যে, তারা কাউন্সিলের নেতৃত্বের জন্য চেয়ে থাকেন, তবে তারা স্বীকার করেছেন যে, কাউন্সিলই বা আর কত করতে পারে। এমন যুক্তিও দেওয়া হয়েছে যে, লোকজনকে দায়িত্ব নিতে সক্ষম করে তোলার জন্য তাদেরকে সহায়তা ও উৎসাহ দিতে হবে।

আরো লোকজন, যেমন শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকেও সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া গেছে যেগুলো এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। মতামত বিনিময় থেকে প্রাপ্ত মতামতগুলো এই পরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলো ঠিক করতে সহায়তা করেছে।

কিভাবে আমরা 'ক্যামডেন টুগেদার' বা 'একতাবদ্ধ ক্যামডেন' বাস্তবে পরিণত করবো

২০১২ সালে ক্যামডেন কেমন হবে সেটাই 'ক্যামডেন টুগেদারে' উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ের প্রতি আমাদের জোর দেওয়া দরকার সেগুলোর কথাও এতে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা কারণ এটি ক্যামডেনকে একটি সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ স্থানে পরিণত করতে আমরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবো সেই সব চ্যালেঞ্জ সরাসরি মোকাবেলা করবে।

কাউন্সিল এবং অন্যান্য সরকারী সেবা-ব্যবস্থাগুলোর জন্য, 'ক্যামডেন টুগেদার' আগামী পাঁচ বছর ধরে আমাদের কর্মকান্ডের দিক-নির্দেশনা ঠিক করে দেবে। এই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাটিই হবে, আমাদের বিভিন্ন পার্টনারশিপ প্লান বা যৌথ-পরিকল্পনা (যেমন ক্যামডেনের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিকল্পনা) ও একক সংগঠনসমূহের পরিকল্পনা (যেমন কাউন্সিলের কর্পোরেট প্লান) সহ আমাদের অন্যান্য কর্ম-কৌশল ও পরিকল্পনার বিষয়বস্তু।

আমরা, আমাদের প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলো এবং সেগুলো অর্জনে আমরা কতটা সফল হয়েছি তা মাপার সূচকগুলো সম্পর্কে ক্যামডেনের লোকাল এরিয়া এগ্রিমেন্টে প্রকাশ করবো। এতে সেইসব সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে যেগুলো আমরা প্রতি বছর দেখতে চাই এবং এসব কাংক্ষিত উন্নয়ন আমরা কতটা অর্জন করেছি সে সম্পর্কেও এতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে। আমরা লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপের জন্য প্রতি দুই বছর পর পর একটি রিপোর্টও প্রকাশ করবো যাতে এই পরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে আমরা কতটা সফল হয়েছে সে সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনার্স) এসব প্রতিশ্রুতি কতটা ভালোভাবে পূরণ করতে পারছে এটা তা তদারক করবে।

সরকারী সেবা-ব্যবস্থাগুলো কি করতে পারে শুধু সেটাই যে এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে তা নয়, এতে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য, জাতিগত সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিগণ কি ভূমিকা রাখতে পারেন সে সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রুপগুলো আমাদের সুদূরপ্রসারী স্বপ্নকে (ভিশানকে) বাস্তবে রূপ দিতে কিভাবে অবদান রাখছে সে সম্পর্কে আমরা তথ্য প্রকাশ করবো।

এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাটি বারার জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকে কেমন প্রভাব ফেলছে সেটা বুঝতে পারা ও তদারক করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনাটি বিশেষ কোন গোষ্ঠীর উপর বৈষম্যমূলক প্রভাব ফেলছে কি না, অথবা পরিবেশের অথবা স্থানীয় লোকজনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে কি না সেটা নিশ্চিত করার জন্যই এটা করতে হবে। এ কারণেই, সমাজ উন্নয়নের এই পরিকল্পনাটি স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জাতিগত ভিন্নতা এবং সমান অধিকারের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে তা যাচাই করে দেখা হবে। সমাজ উন্নয়নের এই পরিকল্পনাটির অগ্রগতির উপর প্রতি দুই বছর পর পর যে রিপোর্ট তৈরী করা হবে তাতে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে এটা কি ধরনের প্রভাব ফেলছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হবে।

‘ক্যামডেন টুগেদার’ এর মূল্যবোধসমূহ

‘ক্যামডেন টুগেদার’ তৈরীর ক্ষেত্রে দুটো প্রধান মূল্যবোধ রয়েছে, সেগুলো হলোঃ

- ব্যক্তি হিসেবে আমাদের প্রতিটি লোকেরই **আমাদের নিজ নিজ কাজের দায়-দায়িত্ব** গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ আমাদের নিজ নিজ জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এবং বসবাসের জন্য ক্যামডেন যে একটি সুন্দর স্থানে পরিণত হচ্ছে সেটা নিশ্চিত করবে। এর মানে হলো নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, অন্যদের সম্মান করা এবং আমাদের পরিবেশের যত্ন নেওয়া।

- তাছাড়া, নাগরিক হিসেবে, যারা সক্রিয়ভাবে স্থানীয় সমাজে অবদান রাখছেন, এবং সংগঠন হিসেবে, যেমন স্থানীয় ব্যবসা, সরকারী, ভলান্টারী ও কমিউনিটি সেকটরের সংগঠন - আমাদেরকে বারার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়তা করার জন্য **একতাবদ্ধভাবে কাজ** করতে হবে। সম্মিলিতভাবে কাজ করলে সেটা সমাজের প্রতি অনুভূতি জোরদার করে।

লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ (স্থানীয় কৌশলগত যৌথ-উদ্যোগ)

ক্যামডেনের স্ট্র্যাটিজিক লোকাল পার্টনারশিপ (LSP) কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং এর সাথে আর যারা জড়িত আছে তারা হলো: হেলথ্ সার্ভিসেস্, পুলিশ, অন্যান্য সরকারী সার্ভিসসমূহ, ছোট ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এবং ভলান্টারী, কমিউনিটি ও অন্যান্য সেক্টরের প্রতিনিধিগণ। এই বারায় যারা বসবাস ও কাজ করেন অথবা যারা বেড়াতে আসেন তাদের সবার জীবনের মান উন্নত করাই LSP (এল.এস.পি.) এর উদ্দেশ্য। এর সদস্যদের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

- কাউন্সিলের লীডার যিনি হচ্ছেন LSP এর চেয়ার (সভাপতি), এবং কাউন্সিলের ডেপুটি লীডার।
- কাউন্সিলের চীফ এক্সিকিউটিভ এবং প্রাইমারী কেয়ার ট্রাস্ট।
- পূলিশ এবং ফায়ার সার্ভির্সের বারা কমান্ডারগণ।
- ক্যামডেন কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট নেটওয়ার্ক, যেটা বারার ভলান্টারী এবং কমিউনিটি সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করে।
- জবসেন্টারপ্লাস, ক্যামডেন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড কো-অপ ফোরাম, লার্নিং অ্যান্ড স্কিলস্ কাউন্সিল, স্কুল গভর্নরদের যুগ্ম-সভাপতি (জয়েন্ট চেয়ারস অফ স্কুল গভর্নরস্), ক্যামডেন টাউন আনলিমিটেড, হলবর্ন পার্টনারশিপ, লন্ডন অ্যান্ড কন্টিনেন্টাল স্টেশানস্ অ্যান্ড প্রপার্টিজ, এবং ইউনিভারসিটি কলেজ লন্ডন।

এই পরিকল্পনায় উল্লেখিত সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য (ভিশান) এবং প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি LSP এর সমর্থন রয়েছে এবং তারা এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তদারক করবে। এই কাজের মধ্যে LSP এর সদস্যগণ আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলো নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং LSP নিজেও তাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারছে কি না সেটা নিশ্চিত করবে। যাহোক, এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার আইনগত দায়-দায়িত্ব কাউন্সিল এবং ক্যামডেনের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত ৪০ জন কাউন্সিলরের উপরই ন্যস্ত থাকবে।

ক্যামডেনে বিভিন্ন সরকারী খাতে ব্যয়

প্রতি বছর ক্যামডেনের স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয়ভাবে অর্থ-প্রাপ্ত সরকারী সেবা-ব্যবস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ও ব্যয় করে থাকে। বিভিন্ন সরকারী সেবাগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করার গুরুত্ব কি LSP সেটা স্বীকার করে, যাতে করে আমরা কর-দাতাদেরকে (ট্যাক্সপেয়ারদেরকে) তাদের অর্থের বিনিময়ে সবচেয়ে ভালো সেবা প্রদান করতে পারি। সেজন্যই, আমরা বারায় সর্বমোট কত অর্থ খরচ করা হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরছি।

নিচের ছকে (টেবিলে) বারার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে কত টাকা খরচ করা হয় সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যাগুলো ক্যামডেন বারার ভিতরকার খরচ প্রদর্শন করছে। তবে অনেক সেবা-ব্যবস্থা শুধু যে ক্যামডেন বারার বাসিন্দাদেরই সেবা প্রদান করে তা নয়, তারা ক্যামডেন ছাড়া অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের যারা এখানে কাজ ও পড়াশুনা করেন এবং বেড়াতে আসেন তাদেরকেও সেবা প্রদান করে থাকে।

২০০৫/২০০৬ সালে ক্যামডেনে ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব	
কাউন্সিল	
লন্ডন বারা অফ ক্যামডেন[১]	£৮৯৭,৩০০,০০০
সামাজিক নিরাপত্তা (কমিউনিটি সেফটি)	
মেট্রোপলিটন পুলিশ (বারা অপারেশনাল কমান্ড ইউনিটের ব্যয়)	£৪০,১০০,০০০
মেট্রোপলিটন পুলিশ (অতিরিক্ত আনুমানিক ব্যয়)[*]	£৫৪,০০০,০০০
ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস[*]	£৫,৮০০,০০০
ফায়ার অ্যান্ড ইমারজেন্সি প্ল্যানিং (অগ্নি এবং জরুরী ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা)	
লন্ডন ফায়ার অ্যান্ড ইমারজেন্সি প্ল্যানিং অথোরিটি[*]	£১৩,০০০,০০০
ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিস	
প্রাইমারী কেয়ার ট্রাস্ট[২]	£৪৭০,৮৯০,০০০
যানবাহন (ট্রান্সপোর্ট)	
ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন (কাউন্সিলের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত)	£৯,০৯৫,০০০
ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন (অতিরিক্ত আনুমানিক ব্যয়)[*]	£১২৫,০০০,০০০
ফারদার এডুকেশন (অধিকতর শিক্ষা)	
লার্নিং অ্যান্ড স্কিলস্ কাউন্সিল (শিক্ষা এবং দক্ষতা বিষয়ক কাউন্সিল)[৩]	£৪২,৫০০,০০০
অন্য আঞ্চলিক	
লন্ডন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি[*]	£১১,২০০,০০০
গ্রেটার লন্ডন অথোরিটি[*]	£২,১০০,০০০
ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশন অ্যান্ড এইচ.এম. রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস্	
বেনিফিট, অ্যালাওয়েন্স, ট্যাক্স ক্রেডিট এবং পেনশন[৪]	£৩২৩,০০০,০০০

অর্থ আয় ও পুন:বিনিয়োগ করে, অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যবহার করে ভলান্টারী এবং কমিউনিটি সেক্টরও বারায় LSP এর কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে থাকে।

[১] ক্যামডেনের ২০০৫-০৬ সালের হিসাব-নিকাষের বিবরণ। কাউন্সিলের খরচের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবার খরচ রয়েছে, যেমন স্কুলের খরচ থেকে শুরু করে অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়র এবং হাউজিং/কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিটস্।

[২] ক্যামডেন PCT (পিসিটি)-এর ২০০৫-০৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন (রিপোর্ট)। PCT গুলো NHS এর সর্বমোট বাজেটের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে।

[৩] এই সংখ্যাটি আনুমানিক যা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বের করা হয়েছে।

[*] আঞ্চলিক হিসাবকে (লন্ডন লেভেল) লন্ডনে যে কয়টি বারা আছে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এই আনুমানিক সংখ্যাটি বের করা হয়েছে। গ্রেটার লন্ডন অথোরিটির বাজেট দেখানো হয়েছে তার চারটি সংস্থার আলাদা বাজেট থেকে: পুলিশ, ফায়ার, Tfl (টিএফএল) এবং LDA (এলডিএ)।

[৪] DWP এবং HMRC থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বের করা হয়েছে। এর মধে রয়েছে ডিজেবিলিটি লিভিং অ্যালাওয়েন্স, ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট/সিভিয়ার ডিজেবল্মেন্ট অ্যালাওয়েন্স, পেনশন ক্রেডিট, স্টেট পেনশন, অ্যাটেনডেন্স অ্যালাওয়েন্স, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট, চাইল্ড বেনিফিট।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা (ভিশান)

এই বারার জন্য আমাদের সার্বিক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হলোঃ

২০১২ সাল নাগাদ ক্যামডেন একটি সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে।

টেকসই ক্যামডেন যা তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে খাপখাইয়ে নিতে পারবে	ক্যামডেনের জন্য একটি মজবুত অর্থনীতি যাতে সকলেই অন্তর্ভুক্ত থাকবেন
আমরা ক্যামডেনের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার উপায় খুঁজে বের করবো, তবে সাথে সাথে আমরা আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে ক্যামডেনের পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুন্দর করবো।	ক্যামডেনের অর্থনীতি আরো বেশী শক্তিশালী হবে, এবং ক্যামডেনের আরো বেশী বাসিন্দা, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীগণ, চাকুরীতে প্রবেশের জন্য আরো বেশী দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অর্জন করবে।
ক্যামডেনে হবে একটি সহানুভূতিশীল কমিউনিটি (সমাজ) যেখানে লোকজন সক্রিয় ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করবেন	নিরাপদ ক্যামডেন যা হবে আমাদের বিশ্বমানের শহরের একটি কর্মমুখর অংশ
ক্যামডেনের লোকজনের মধ্যে সমাজের প্রতি একটি গভীর মমত্ববোধ থাকবে এবং এখানকার লোকজনকে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা হবে যারা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলবেন এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করবেন।	ক্যামডেন হবে একটি নিরাপদ স্থান যেখানে স্থানীয় লোকজন লন্ডন অলিম্পিকসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকার লাভ করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ক্যামডেন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরীর ক্ষেত্রে, আমাদের বারাটি আজ যেমন আছে সে সম্পর্কে যেমন ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সময়ের সাথে সাথে এটি কিভাবে বদলে যেতে পারে সে সম্পর্কেও ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ ।

- ক্যামডেন হচ্ছে লন্ডনের একটি কর্ম-ব্যস্ত বারা । এখানে রয়েছে নানা জাতির লোকজন এবং প্রতি বছর এই বারায় যেমন অনেক লোক আসছেন, তেমনি আবার অনেক লোক এই বারা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছেন ।
- ক্যামডেনে ২০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী একটি বিরাট সংখ্যক লোক আছেন ।
- আমরা জানি যে, আমাদের লোকজনের গড় বয়স অপেক্ষাকৃত কম থাকবে, এবং আমাদের একটি বিরাট সংখ্যক লোকের বয়স ৫০ বছরের নিচে থাকবে ।
- আমাদের জনসংখ্যা বর্তমানে যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয়, আগামী দশ বছরে আমাদের জনসংখ্যা ১০% পযর্ন্ত বাড়তে পারে । এই বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় বিভিন্ন সেবা-ব্যবস্থা ও বাসস্থানের উপর চাপও দিন দিন বাড়বে ।
- ক্যামডেন শুধু বাসিন্দাদের বসবাসের স্থানই নয়, এখানে প্রতি দিন প্রায় আড়াই লক্ষ লোক কাজ করেন এবং এই বারায় প্রতি বছর বহু সংখ্যক পর্যটক আসেন ।
- আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত - জাতীয় অর্থনীতিতে আমাদের অবদান প্রায় ১% - তবে স্থানীয় অনেক লোকই বেকার আছেন, বিশেষ করে আমাদের সোশ্যাল হাউজিংয়ে বসবাসকারী লোকজন এবং শারীরিক অক্ষমতা অথবা অসুস্থতার কারণে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে আছেন এমন লোকজন ।
- লন্ডনের কয়েকটি সবচেয়ে ধনী এবং কয়েকটি সবচেয়ে গরীব এলাকা ক্যামডেনে অবস্থিত ।
- ক্যামডেনের তিনভাগের একভাগ শিশু এমন গৃহে বসবাস করে যারা রাষ্ট্রীয় বেনিফিটে সংসার চালান ।
- তবে চারজনের মধ্যে তিনজন লোক মনে করেন যে, তাদের পাড়ার (নেইবারহুডর) লোকজনের মধ্যে সমাজের প্রতি ভালো মমত্ববোধ আছে ।
- বহনযোগ্য খরচের বাসস্থানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম এবং ক্যামডেনের প্রায় তিনভাগের একভাগ পরিবার জনবহুল বাসস্থানে বসবাস করেন ।
- সার্বিকভাবে, অপরাধের সংখ্যা কমছে, তবে ক্যামডেনে এমন কিছু অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে যার প্রভাব কেন্দ্রীয় শহরের কিছু এলাকার উপর গিয়েও পড়ে এবং এখানকার লোকজনের কাছে অপরাধ একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে ।
- অতি নেশাকরার কারণে সমস্যার সৃষ্টি করেন এমন লোকদের সংখ্যা ক্যামডেনে অপেক্ষাকৃত বেশী - এদের সংখ্যা ৪,২১৮ জন, তবে নেশাকর দ্রব্যের সেবনকারীরা যারা চিকিৎসা-কর্মসূচীতে আছেন তাদের সংখ্যাও এখানে অন্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশী ।
- ক্যামডেনের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর কমপক্ষে ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, এবং চারভাগের একভাব লোকের অল্প যোগ্যতা রয়েছে, অথবা মোটেই নেই ।

- প্রাইমারী স্কুলের খেলাপড়ায় যারা অনেক উন্নতি করেছে তাদের মধ্যে ক্যামডেনের স্থান ছিলো সপ্তম, আর এর সেকেন্ডারী স্কুলগুলো আগের সকল সময়ের চেয়ে এবারই সবচেয়ে ভালো করেছে - এখানে A* থেকে C গ্রেড পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিলো ৫৫% ।
- ক্যামডেনের ৩৫% লোক ধূমপান করেন যদিও সমগ্র ইংল্যান্ডে গড়ে ২৫% লোক ধূমপায়ী এবং ক্যামডেনে ১৭% লোক ধূমপানজনিত কারণে মৃতবরণ করে ।
- হ্যাম্পস্টেড টাউন এবং সেন্ট প্যানক্রাস ও সোমার্স টাউনের পুরুষদের মধ্যে বেঁচে থাকার বয়সে ১১ বছরেরও বেশী ব্যবধান রয়েছে ।
- প্রতি বছর ক্যামডেনে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হয় তার পরিমাণ নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পাঁচ লক্ষবার বিমান যাত্রার সমান অথবা যার পরিমাণ হচ্ছে বাসিন্দা প্রতি প্রায় নয় টন ।

টেকসই ক্যামডেন যা তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে খাপখাইয়ে নিতে পারবে

আগামী ১২ বছর ধরে ক্যামডেন আরো বেশী পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে, যার মধ্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা একটি । স্থানীয়ভাবে, একটি বিরাট জনসংখ্যার মানে হবে - আরো বেশী বাসিন্দা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও পর্যটকদের (দর্শনার্থী) থাকার জন্য আরো বেশী ভবন নির্মাণ করতে আরো বেশী জায়গার দরকার হবে, আরো বেশী বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দরকার হবে এবং আরো বেশী যানবাহনের ভিড় হবে । তাই, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের সামাজিক, স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অবকাঠামোকে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ।

আবহাওয়ার পরিবর্তন আমাদের সবার উপরই প্রভাব ফেলছে এবং এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার । আমরা এমন একটি টেকসই ক্যামডেন গড়ার জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে কিন্তু তার পরিবেশ সংরক্ষিত থাকবে এবং সাথে সাথে পরিবেশের উন্নতিও ঘটবে ।

আমাদের নিজের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২০১২ সালের মধ্যে ক্যামডেনকে একটি অল্প কার্বন এবং অল্প আবর্জনা তৈরীর স্থানে পরিণত করা

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

আবহাওয়ার পরিবর্তন একটি জরুরী ও অগ্রাধিকারপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমানোর জন্য, সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে, ক্যামডেনের সরকারী সেবা-ব্যবস্থাগুলো (পাবলিক সার্ভিসেস্) তাদের ন্যায্য ভূমিকা পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ক্যামডেনে যে পরিমাণ আবহাওয়া পরিবর্তনের গ্যাস নির্গমন হয় তার অর্ধেকের বেশী আসে বিভিন্ন ব্যবসা থেকে এবং চারভাগের একভাগ আসে বসতবাড়ী থেকে । তাই ব্যক্তি বা ব্যবসা হিসেবে আমরা কার্বন নির্গমন কতটা কমাতে পারে আমাদের সবাইকে সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে ।

আবহাওয়ার পরির্বতন হওয়ার চেয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করা, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা একটি বড় চিন্তার বিষয় । এবং তাই, আমরা যে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো বুদ্ধির সাথে ব্যবহার করছি; আমাদের আবর্জনাগুলো কমিয়ে আনছি, পুনরায় ব্যবহার করছি এবং পুন:প্রক্রিয়াজাত বা রিসাইকেল করছি; গাছপালা ও বন্য জীব-জন্তুগুলো সংরক্ষণ করছি; এবং দুষণ কমিয়ে আনছি - সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের ।

লোকজন পরিবেশের যে ক্ষতি করছেন সেটা যেভাবে তারা কমাতে পারেন সেই পথটিকে সহজ করে তুলতে হবে।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

আবর্জনা কমিয়ে আনতে এবং সেগুলো পুন:প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে অনেক বছর ধরে আমরা অনেক ভালো কাজ করেছি। ২০০৬ সালে, আমাদের আবর্জনা পুন:প্রক্রিয়াজাত করার হার ছিলো ২৭% যা মধ্য-লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই বারা, পার্কিং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যানবাহনের পরিমাণও কমিয়ে এনেছে, ১৯93 সালের তুলনায় ২০% এর বেশী কমেছে।

জ্বালানী খরচ বাঁচাতে কাউন্সিল সকল ধরনের বাসস্থানের বাসিন্দাদেরকে অনুদান বা গ্র্যান্ট দিয়েছে। এর ফলে কাউন্সিলের বাসস্থানগুলোতে ইনস্যুলেটিং ও গ্লেজিংয়ের কাজ করে ৩,৯০০টি বাসস্থানকে গরম করতে যে পরিমাণ জ্বালানী খরচ হতো সেই পরিমাণ জ্বালানী বেঁচেছে।

ক্যামডেনের স্কুলগুলো শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরকে টেকসই জীবনপদ্ধতিতে জীবনযাপন করতে সহায়তা করছে, যেমন স্কুলের পরিবেশ ডিজাইন করতে তাদেরকে জড়িত করার মাধ্যমে।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- কাউন্সিলের মালিকানাধীন বাসস্থানগুলোকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে সেগুলো কম জ্বালানী ব্যবহার করে।
- আবর্জনা রিসাইকেল (পুন:প্রক্রিয়াজাত) ও কম্পোস্ট করার পরিমাণ দ্বিগুণ করা।
- প্রতি বাসিন্দার কাছ থেকে সংগৃহীত আবর্জনার পরিমাণ কমিয়ে আনা।
- যানবাহনের পরিমাণ কমিয়ে আনা।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

মতামত বিনিময় করার সময় আমরা পরিবেশের উপর প্রচুর মন্তব্য পেয়েছি। জনসাধারণ মনে করেন যে, আবহাওয়া পরিবর্তনের সমস্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এ ব্যাপারে তারাও তাদের ভূমিকা রাখতে চান এবং তারা আরো চান যে, স্থানীয়ভাবে কাউন্সিল ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

জনসাধারণ চান যে, ব্যবসাগুলো পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে আরো বেশী জড়িত হবে। আমরা জরিমাণা অথবা পুরস্কার দেবো কি না সেটা নিয়ে লোকজনের মধ্যে মতো-পার্থক্য আছে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, লোকজন চান, প্রত্যেকে যেন সহজে তাদের করণীয় কাজ করতে পারেন।

কাউন্সিল ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার সাথে তাল রেখে, এরা তাদের বাসস্থানগুলো থেকে কার্বন নির্গমন এবং আবর্জনার পরিমাণ কমিয়ে আনবে।

- বাসিন্দা এবং ব্যবসার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ সহজ করে দেবে, যেমন:
    - তাদের আবর্জনা কমানো, পুনরায় ব্যবহার করা ও পুন:প্রক্রিয়াজাত করা।
    - তাদের কার্বন নির্গমন কমানো।

- সকল ধরনের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি এমনভাবে সাধন করবে, যাতে তাতে:
    - উন্মুক্ত স্থান, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সহ, পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়;
    - যতটা সম্ভব কম কার্বন ও আবর্জনা সৃষ্টি হয়; এবং সার্বিকভাবে
    - টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

- বড় ধরনের উন্নয়নমূলক কাজগুলো কিভাবে আশেপাশের এলাকাগুলোর জন্য তাপ ও শক্তি উপৎন্ন করতে পারে সেটা পরীক্ষা করে দেখবে।

- যানবাহনের পরিমাণ কমিয়ে এবং কম ধূয়া উৎপন্নকারী যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে বাতাসের দূষণ কমিয়ে আনবে, এ জন্য জনসাধারণকে হাঁটতে, সাইকেল চড়তে এবং সরকারী যানবাহন ব্যবহার করতেও উৎসাহিত করবে।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে তাদের অবদান রাখতে পারেন

- বাড়ীতে জ্বালনী শক্তি ও পানি কম ব্যবহার করে।
- স্কুলে যাওয়া সহ অন্যান্য কাজের জন্য হেঁটে, সাইকেল চড়ে এবং সরকারী যানবাহন ব্যবহার করে।
- আবর্জনা কমিয়ে এনে এবং বেশী রিসাইক্লিং করে।
- স্থানীয় দোকানে কেনা-কাটা করে।
- সম্ভব হলে প্লেনে না চড়ে ট্রেন ব্যবহার করে - ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ইউরোস্টার আমাদের দোরগোড়ায় এসে যাবে।
- যদি আপনি একজন ব্যবসায়ী হন, তাহলে আপনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়ে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সামাল দেওয়ার জন্য একযোগে কাজ করা

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাল দেওয়া যাতে ক্যামডেনের জন্য তার ফলাফল ভালো হয় ।

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

জনসংখ্যার বৃদ্ধির বর্তমানের এই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে এখন থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ক্যামডেনের বাসিন্দাদের সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় । সকলেই যে এটা ভালোভাবে মেনে নেবেন তা নয় । বর্তমানে, ক্যামডেনের প্রায় ৩০% গৃহ জনবহুল, যেখানে জাতীয়ভাবে জনবহুল গৃহের সংখ্যা হলো ৭%, এবং এখানে সামাজিক বাসস্থান, সাপোর্টেড বাসস্থান এবং রেসিডেন্সিয়াল বাসস্থানের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম । এর ফলে, পরিবারের লোকজনের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, তারা ভালোভাবে বসবাস করতে পারছেন না এবং কিশোর-কিশোরীরাও লেখাপড়ায় ভালো ফল অর্জন করতে পারছে না ।

যারা মোটামুটি আয় করছেন তারা সহ, বারার সকল লোকজনের জন্য কম খরচের বাসস্থানের যোগান দেওয়া একটি অতি জরুরী বিষয়ে পরিণত হয়েছে । তাছাড়া, আমাদেরকে আরো বড় আকারের জনসংখ্যার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের অবকাঠামো, সেবা-ব্যবস্থাদি এবং বাসস্থানগুলো ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাতে পারে ।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

কিংস্‌ ক্রসের পুনরুন্নয়নের ফলে ১৭০০টি নতুন বাসস্থান তৈরী হয়েছে, এর মধ্যে ৭৫০টি হলো কম খরচের বাসস্থান এবং ৬৫০টি ছাত্রদের ইউনিট । তবে, নতুন বাসস্থানগুলোর বেশীর ভাগই এসেছে বর্তমানের স্থান ও ভবনগুলোর পুনরুন্নয়নের মাধ্যমে । বর্তমানের স্থানগুলোকে রূপান্তর করে সেগুলো ‘মিশ্র-ব্যবহারের’ স্থানে পরিণত করা হয়েছে - যেমন, বাসস্থান ও ব্যবসার স্থান - এবং পরিবারের বসবাসের জন্য উপযুক্ত মাপের বাসস্থান ।

কাউন্সিল লোকজনকে ছোট মাপের বাসস্থানে যেতে সহায়তা করে থাকে এবং কেয়ার ছেড়ে যাচ্ছে এমন শিশু এবং অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য কাউন্সিল ‘সাপোর্টেড হাউজিং’ তৈরী করেছে । বৃহত্তর উন্নয়নমূলক কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুন্দর বাসস্থান তৈরী করা । আর এই কাজের অংশ হিসেবে কাউন্সিলের নিজ বাসস্থানগুলোর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা তৈরী করা হচ্ছে । স্যুইস কটেজে চ্যালকটস্‌ এস্টেটে ইতিমধ্যেই £১৪৪ মিলিয়ন পাউন্ডের ‘প্রাইভেট ফিন্যান্স স্কিম’ (বেসরকারী অর্থায়নে প্রকল্প) চালু রয়েছে । প্রয়োজনের তুলনায় যেসব বাসস্থানে কম লোক আছেন এবং যেসব বাসস্থানে বেশী লোক আছেন সেগুলোর দিকেও কাউন্সিল নজর দেবে যাতে কাউন্সিল তার বর্তমান বাসস্থানগুলো আরো ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে ।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ

করা হলো:

- কম খরচের বাসস্থানের (অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং) সংখ্যা বাড়ানো এবং সাপোর্টেড বাসস্থানগুলো যাতে সবার জন্য ভালো হয় তার ব্যবস্থা করা ।
- সামাজিক বাসস্থানগুলোর মান ও সংখ্যা বাড়ানো ।
- খালি বাসস্থানগুলোকে পুন:ব্যবহারের উপযোগী করা ।
- গৃহহীনতা (হোমলেসনেস) কমানো ।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানগুলোতে যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশী উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে হাউজিং একটি । অনেক লোকই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে তারা বলেছেন যে, কম খরচের বাসস্থানের সংখ্যা অল্প রয়েছে এবং আরো বেশী পারিবারিক বাসস্থানের প্রয়োজন । কিছু কিছু লোক তাদের নিজ এলাকায় আর কোন নতুন বাসস্থান গড়ে উঠুক সেটা চান নি এবং অন্য কিছু লোক বাসস্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন বাসিন্দাদের চেয়ে বর্তমান বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন ।

কাউন্সিল ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- কাউন্সিলের আগামী ‘লোকাল ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক’এ পরিকল্পনা সংক্রান্ত উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করার মাধ্যমে বাসস্থান সংক্রান্ত যত ধরনের সমস্যা আছে সেগুলোর সমাধান করবে, যেমন বাসস্থানের সরবরাহ বাড়ানো, কম খরচের বাসস্থান এবং বিভিন্ন মাপের বাসস্থান বানানো ।

- নতুন বাসস্থানগুলো যাতে উচ্চ মানের হয়, টেকসই হয় এবং সবদিক বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয় তা নিশ্চিত করবে, তাছাড়া এসবের মধ্যে যাতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের উপযোগী বাসস্থান থাকে, এবং বাসস্থানগুলো যাতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাও নিশ্চিত করবে - যেমন, চাকুরী, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিনোদন কেন্দ্র, খুচরা দোকান, সামাজিক কর্মকান্ড ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা ।

- সমগ্র বারা জুড়ে সামাজিক বাসস্থানের মান উন্নত করবে এবং আলাদা আলাদা এস্টেট গড়ে তোলার জন্য টেনেন্টদের সাথে কাজ করবে ।

‘রেজিস্টার্ড সোশ্যাল ল্যান্ডলর্ড’ বা তালিকাভুক্ত সামাজিক বাড়ীওয়ালা এবং বাসস্থান প্রদানকারী অন্যদের সাথে একটি যৌথ-উদ্যোগ গড়ে তুলবে যার পরিচালনায় থাকিবে কাউন্সিল । এই যৌথ-উদ্যোগটি সম্মিলিতভাবে বাসস্থানের সরবরাহ এবং অন্যান্য বিষয়াদি যেমন সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও গ্যাস ও বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

স্থানীয় লোকজন যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- স্থানীয় সেবাসমূহ, এবং কমিউনিটির ও পাড়ার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে ।
- বাড়তি রুম থাকলে সেটি ভাড়া দিয়ে অথবা আপনার পারিবারিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে থাকলে ছোট আকারের বাসস্থানে বদলি হয়ে ।
- বারার বাইরে অবস্থিত বাসস্থানগুলোর ব্যাপারে খোলা মন রেখে ।
- যদি আপনি বাড়ীওয়ালা (ল্যান্ডলর্ড) হন, তাহলে আপনার খালি বাসস্থানগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে ।

ক্যামডেনের জন্য একটি মজবুত অর্থনীতি যা সকলের উপরই প্রভার ফেলবে

এই সেকশনে ক্যামডেনের অর্থনীতি সম্পর্কে এবং বারায় বিভিন্ন ব্যবসা যাতে কার্যকর ও সফলভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে স্থানীয় লোকজন এবং তাদের জন্য চাকুরি পাওয়ার সুযোগ, ক্যামডেন বা অন্য যেখানেই হোক, নিশ্চিত করতে আমরা কি করতে পারি সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

অনেক লোক কাজ করতে এই বারায় আসেন যা আমাদের স্থানীয় চাকরির বাজারে একটি প্রভাব ফেলে, এবং অন্য কিছু বিশ্বব্যাপী, জাতীয় এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিষয় আছে যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তবে, বারায় ব্যবসা-বাণিজ্যগুলোকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করতে এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে চাকুরি করা লোকদের সংখ্যা বাড়াতে স্থানীয়ভাবে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি। এই কাজের একটি অংশ হলো, শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা যাতে উচ্চমানের শিক্ষা পায় এবং তারাও যাতে, প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি, অধিকতর ও উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং চাকুরির সুযোগ গ্রহণ করে সেটা নিশ্চিত করা।

স্থানীয় শক্তিশালী অর্থনীতি

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্যামডেনকে একটি উত্তম স্থানে পরিণত করা এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মকান্ড আরো বৃদ্ধি করা

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

ক্যামডেনে ইতিমধ্যেই একটি উচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থনীতি রয়েছে যা জাতীয় GDP (জি.ডি.পি.)-তে প্রায় ১% অবদান রাখছে, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যবসার সংখ্যা কমে গেছে। ক্যামডেনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বেশীর ভাগই হলো “জ্ঞানচর্চার অর্থনীতি” নির্ভর, যেমন, ইউনিভারসিটি, সংবাদ মাধ্যম এবং সৃষ্টিশীল শিল্প। স্বাস্থ্য খাতও স্থানীয় একটি উল্লেখযোগ্য চাকুরিদাতা এবং আমাদের কিছু আইনগত এবং আর্থিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

একটি মজবুত অর্থনীতি চাকুরি সৃষ্টি করে, মানুষকে আয় করার সুযোগ দিয়ে এবং স্থানীয় সরকারী সেবা-ব্যবস্থাসমূহে অবদান রাখার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর তাই, ক্যামডেনকে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান হিসেবে প্রচার করা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ - এটি যেমন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার উপযুক্ত স্থান, তেমনি বিনিয়োগকেও এখানে স্বাগত জানানো হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নগর-পরিকল্পনার মধ্যে যে শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়টিকে এখানে স্বীকার করা হয়, নিচে এবং ‘প্রবৃদ্ধি সেকশনে’ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

স্থানীয় ব্যবসাগুলো অনেকগুলো যৌথ-উদ্যোগের (পার্টনারশিপের) সাথে জড়িত। যৌথ-উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে তারা সমাজ (কমিউনিটি) ও সরকারী সেবা-ব্যবস্থাগুলোর সাথে একযোগে কাজ করতে পারছে। এসব যৌথ-উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, 'বিজিনেস ইম্প্রুভমেন্ট ডিস্ট্রিক্টস্ ইন হলবর্ন অ্যান্ড ক্যামডেন টাউন', এবং কিলবার্ন এবং ব্যবসায়ী মহিলাদের উপর কাজ করছে এমন কিছু যৌথ-উদ্যোগ। 'এডুকেশন বিজিনেস পার্টনারশিপ' স্কুল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যগুলোর মধ্যে যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করছে।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- বারার বিভিন্ন অগ্রাধিকারপূর্ণ এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।
- ব্যবসায়ে বিফলতা কমিয়ে আনা এবং বারায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সংখ্যা সার্বিকভাবে বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন অগ্রাধিকারপূর্ণ এলাকায় কালো ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এবং মহিলারা যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারেন তার জন্য আরো বেশী সুযোগ সৃষ্টি করা।
- চাকুরিতে শারীরিক অক্ষমতা সম্পন্ন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অসুবিধা সম্পন্ন লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তারা যাতে আরো বেশী সংখ্যায় বেতনভুক্ত চাকরিতে টিকে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা নেওয়া।
- ক্যামডেনের ব্যবসাগুলোর সাথে কাজ ক'রে কিশোর-কিশোরীদেরকে কর্ম-জগৎ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

লোকজন বলেছেন যে, তারা স্থানীয়, স্বাধীন ব্যবসাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, বিশেষ করে দোকানগুলোকে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী আমাদেরকে বলেছেন যে, ক্যামডেনে আসার ব্যাপারে এর প্ল্যানিং সিসটেম এবং অপরাধ পরিস্থিতি অনেক ব্যবসায়ীকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- ব্যবসাগুলোর জন্য লালফিতার দৌরাত্ম (রেড টেপ) কমাবে, বিশেষ করে কাউন্সিলের দ্বারা পরিদর্শন পরিচালনা করা এবং নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নমনীয়তা এনে।

- পার্কিং, পরিকল্পনা, আইন-কানুন এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সেবাগুলো কেমন প্রভাব ফেলছে তা ভালোভাবে পরীক্ষা করবে, বিশেষ করে স্থানীয় স্বাধীন দোকন-পাটগুলোর উপর।

- ক্যামডেনকে ব্যবসা করার উপযুক্ত স্থান হিসেবে প্রচারণা চালাবে, যেমন আগামী 'লোকাল ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক' (স্থানীয় উন্নয়ন কাঠামো) এর মাধ্যমে ।

- টাউন সেন্টার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করার সাথে সাথে 'বিজিনেস ইম্প্রুভমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট' মডেলগুলো পর্যালোচনা করবে বারার অন্যান্য এলাকায় সেগুলো কেমন অবদান রাখতে পারে তা তদন্ত করে দেখার জন্য ।

- ব্যবসা শুরু করার সময় নতুন এবং বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যগুলোকে সহায়তা করবে ।

- বর্তমানে আছে এমন স্থানীয় আর্থিক সেবা-ব্যবস্থাগুলো, যেমন পোষ্ট অফিস ও ATM (এটিম)গুলো টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করবে ।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- 'প্লেজ কার্ড স্কিমের' মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে মালামাল ক্রয় এবং সেবা গ্রহণ করে স্থানীয় দোকান-পাটগুলোকে সহায়তা করতে পারে ।
- নিজে ব্যবসা শুরু করার চিন্তা করে থাকলে, পরামর্শ গ্রহণ করে ।
- আপনি যদি স্থানীয় এলাকার চাকুরিদাতা হন, তাহলে এলাকার লোকজনের জন্য আরো বেশী চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে ।
- ব্যবসা-বাণিজ্যগুলো সেখানকার সমাজের সাথে জড়িত হয়ে যেখানে তারা ব্যবসা করছে ।

দক্ষতা অর্জন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চাকুরীতে ঢোকার সুযোগ বৃদ্ধি করা

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, ক্যামডেনের আরো বেশী বাসিন্দাকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং চাকুরীতে ঢুকতে সক্ষম করে তোলা

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

ক্যামডেনের রয়েছে একটি মজবুত, বৃহৎ এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা যা কাজের-বয়সী প্রতিটি বাসিন্দাকে দু'টি করে চাকুরি দিতে পারে এবং এখানে রয়েছে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন স্থানীয় কর্মী-বাহিনী । তবে, একই সাথে, এই বারায় কর্মহীন এবং রাষ্ট্রীয় বেনিফিটের উপর চলেন এমন লোকের সংখ্যা অনেক । আমাদের কিছু কিছু বাসিন্দা দীর্ঘ দিন ধরে বেকার আছেন এবং আমাদের ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী সকল কিশোর-কিশোরীই যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ অথবা চাকুরির সাথে জড়িত আছে তা নয় ।

ক্যামডেনের বাসিন্দাগণ যদি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং সমাজে আরো বেশী অবদান রাখতে চান, তাহলে এই অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে সামাল দেওয়া খুবই জরুরী । অনেকের জন্যই এর মানে হবে, মৌলিক দক্ষতা অথবা ইংরেজী ভাষা শেখার প্রশিক্ষণ নেওয়া । ক্যামডেনের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সার্বিকভাবে শিক্ষায় সফলতা ও চাকুরির সুযোগ বাড়ানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ও ভকেশনাল (কারিগরী শিক্ষা) কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে । মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় লোকজনকে চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশী উপযুক্ত করে তুলতে হবে, যাতে তারা বারায় চাকুরির যে সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে ।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

সমগ্র বারা জুড়ে বিভিন্ন ধরনের ভকেশনাল বা কারিগরী শিক্ষার কর্মসূচী এবং কমিউনিটি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো ক্যামডেন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে । বেতনভুক্ত কাজের পথ খুঁজে দিতে ভলন্টারী এবং কমিউনিটি সেকটরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

‘ক্যামডেন ওয়ার্কিং’ নামের জব শপটি গত বছর ২৫০ জন বাসিন্দাকে স্থায়ী চাকুরি পেতে সহায়তা করেছে, এবং কেনটিশ টাউনে NHS (এন.এইচ.এস.)-এর চাকুরি সংক্রান্ত আরো একটি জব শপ আছে । লোকজনকে চাকুরি পেতে সহায়তা করার জন্য আরো অনেক সহায়তমূলক সেবা আছে । যেমন, স্থানীয় লোকজনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবন ও রাস্তা নির্মাণের কাজ পেতে সহায়তা করার জন্য কিংস্ ক্রসে একটি রিক্রুটমেন্ট সেন্টার আছে ।

ক্যামডেনে আরো আছে তিনটি ‘অ্যাডাল্ট এডুকেশন কলেজ’ (বয়স্ক শিক্ষা কলেজ) - সিটি লিট, মেরি ওয়ার্ড সেন্টার এবং ওয়ার্কিং মেন্স কলেজ । এগুলো বিভিন্ন ধরনের কোর্স পরিচালনা করে থাকে । ওয়েস্টমিনস্টার কিংসওয়ে কলেজে স্থানীয় লোকজনের জন্য ফারদার এডুকেশন বা অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, এই কলেজের গ্রেজ ইন সাইটটি পুনরায় নির্মাণ করা হচ্ছে ।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- কমপক্ষে পাঁচটি GCSE (গ্রেড A* টু C) পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এবং সার্বিকভাবে সেকেন্ডারী এবং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে সফলতার পরিমাণ বাড়ানো সহ ইংরেজী, অংক এবং বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীদের মান বৃদ্ধি করা ।
- চাকুরির হার সার্বিকভাবে বাড়ানো এবং রাষ্ট্রীয় বেনিফিটে চলেন এমন লোকদের সংখ্যা খুব কম পর্যায়ে নিয়ে আসা ।
- ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট পাচ্ছেন সেই সব লোক এবং একক পিতা/মাতা সহ অগ্রাধিকারপূর্ণ গ্রুপগুলোর লোকজনের মধ্যে দক্ষতা অর্জনের এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা ।

- শিক্ষা, চাকুরি অথবা প্রশিক্ষণে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা আরো বাড়ানো ।
- স্কুলে হাজিরা বৃদ্ধি করা ।

লোকজন আমাদের যা বলেছেন

লোকজন শিক্ষার মান আরো ভালো চান এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য আরো বেশী কারিগরী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ চান । তারা আরো বলেছেন যে, তারা চাকুরি, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষায় সমান অধিকার চান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, জীবনযাপনের দক্ষতা এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ সহ, ভালো প্রশিক্ষণ চান । মা-বাবাগণ যাতে চাকুরিতে যেতে পারেন সেজন্য অল্প খরচে চাইল্ডকেয়ারের বা শিশুদের দেখাশুনার ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে ।

কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- একটি নতুন সেকেন্ডারী স্কুল তৈরী করা সহ সমগ্র ক্যামডেনের সকল স্কুল জুড়ে সেকেন্ডারী শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবে ।

- বেশী সংখ্যক লোককে ভর্তি করবে এবং মৌলিক ও প্রধান প্রধান দক্ষতা শেখার প্রশিক্ষণ, পারিবারিক শিক্ষা এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য আরো বেশী সুবিধার বন্দোবস্ত করবে ।

- কিশোর-কিশোরী সহ, সকল লোকজন যাতে চাকুরি, অধিকতর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য কারিগরী শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াবে ।

- বয়স্ক লোকজন, কেয়ারার, চাকুরিতে ফিরে যাচ্ছেন এমন মা-বাবা, এবং অক্ষমতা অথবা অসুস্থতার মতো বাধার কারণে যাদের চাকুরি পেতে সমস্যা হয় তারা সহ, সকল লোকজনের জন্য চাকুরি পাওয়া এবং চাকুরিতে টিকে থাকার সুযোগ বৃদ্ধি করবে ।

- ভালো মানের, সহজে প্রবেশযোগ্য এবং বহন যোগ্য খরচের মধ্যে যাতে শিশুদের দেখাশুনার বন্দোবস্ত থাকে তা নিশ্চিত করবে ।

- কিংস্ ক্রস্ ডেভেলপমেন্ট, চ্যানেল টানেল রেইল লিংক এবং লন্ডন অলিম্পিক্স এর মাধ্যমে সৃষ্ট চাকুরি সহ, স্থানীয়ভাবে চাকুরি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ যতটা সম্ভব বাড়াবে ।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- তাদের ছেলেমেয়েরা যে স্কুলে যাচ্ছে এবং সময় মতো স্কুলে হাজির হচ্ছে সেটা নিশ্চিত করে ।

- কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয়ে, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য লেখাপড়া করে অথবা নতুন কোন দক্ষতা শিখে ।
- বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, দক্ষতা ও চাকুরি পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে ।
- আপনার কাজের স্থানের মাধ্যমে ভলান্টীয়ার বা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে, যেমন স্থানীয় স্কুলে বই পড়ে ।

ক্যামডেন হবে একটি সহানুভূতিশীল কমিউনিটি (সমাজ) যেখানে লোকজন সক্রিয় ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করবেন

আমরা সবাই এমন একটি জায়গায় কাজ করতে চাই যেটাকে আমাদের কাছে নিজের বাড়ীর মতোই মনে হয়। যেখানে লোকজন একে অন্যকে বিশ্বাস ও সম্মান করে সেখানে বসবাস করে সকল লোকই উপকৃত হয়। এ জন্য, সকলকেই যে একে অন্যের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে হবে তা নয়, তবে সমাজের প্রতি সবার মমত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য সমাজের একে অন্যের মধ্যে সুন্দর যোগাযোগ তৈরী করতে হবে।

তাছাড়া, লোকজনকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ এবং স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে ক্যামডেনকে এমন একটি স্থানে পরিণত করা যায় যেখানের সমাজে সকলের মধ্যে থাকবে শক্তিশালী বন্ধন এবং যেখানে থাকবে সক্রিয় নাগরিক যারা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করবেন।

শক্তিশালী বন্ধনযুক্ত স্থানীয় সমাজে লোকজনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে তোলা

আমাদের লক্ষ্য হলো, কমিউনিটির প্রতি মমত্ববোধ দৃঢ় করা এবং স্থানীয় জীবনযাত্রায় লোকজনকে সক্রিয় ভূমিকা পালনে আরো বেশী সুযোগ দেওয়া

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সবার জন্য এবং আমাদের স্থানীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি শক্তিশালী, মর্যাদাপূর্ণ এবং কর্মমূখর সামাজিক জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের প্রতি মমত্ববোধ থাকলে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি এবং মানুষের চাহিদা এবং বারায় তাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে ভালো ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

সকলের মধ্যে সমাজের প্রতি এই মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হলে, প্রতিটি লোকের অধিকারকে মূল্য দিতে ও সম্মান করতে হবে। আমরা সবাই যদি এমন সম্পর্কে আবদ্ধ হই যা আমাদের এলাকা, ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতিগত পরিচয় এবং আমাদের পরিচয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর সীমানা অতিক্রম করে যায়, তাহলে ভালো হয়। তাছাড়া, লোকজনকে তাদের স্থানীয় বিষয়াদির উপর সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে এবং একটি শক্তিশালী, কর্মমুখর ও টেকসই স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি সেক্টরের কর্মকান্ডে অংশ নিতেও সক্ষম করে তুলতে হবে।

ক্যামডেন বিশেষভাবে একটি বহু-জাতিক বারা। এর জনসংখ্যার প্রায় তিনভাগের এক ভাগই হলো কালো অথবা জাতিজত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন, ১০ জনের মধ্যে একজন হলো মুসলমান, এবং এখানে রয়েছে সোমালীয়রা সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন এবং রেফুজি জনগোষ্ঠী। ৯০%

এর বেশী বাসিন্দা বলেন যে, এ ধরনের একটি বহু-জাতিক স্থানে বসবাস করতে তাদের ভালোই লাগে। আমাদের বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে মর্যাদাবোধ, পরস্পরের সাথে মিলেমিশে থাকার ইচ্ছা এবং সমাজের প্রতি যে মমত্ববোধ রয়েছে সেটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে এবং যত বেশী সম্ভব বাসিন্দাকে আমাদের স্থানীয় সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক জীবনে একটি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম করে তুলতে হবে।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

ক্যামডেনে রয়েছে একটি কর্মমুখর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি সেক্টর। এখানে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি সেক্টরে ১,৫০০টিরও বেশী সংগঠন রয়েছে যার অনেকগুলোই স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাগণ বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন, অ্যাসোসিয়েশন, নেটওয়ার্ক এবং পার্টনারশিপ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় সামাজিক জীবনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন, তবুও এখানে জাতীয় গড়ের তুলনায় কম সংখ্যক লোক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন। ভোট না দেওয়ার যে জাতীয় প্রবণতা রয়েছে, ২০০৬ সালে এই বারা তা ভঙ্গ করেছে - স্থানীয় নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি অনেক বেড়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি লোকজনের আস্থা বাড়ছে, যেমন কাউন্সিল এবং পুলিশ। এবং বাসিন্দাগণ বলেছেন যে, তাদের পাড়ার লোকজনের মধ্যে সমাজের প্রতি মমত্ববোধ দিন দিন বাড়ছে।

অনেকগুলো ফোরাম রয়েছে যারা বিশেষ বিশেষ গ্রুপের স্বার্থ রক্ষায় সহযোগিতা করছে এবং তাদের স্বার্থকে তুলে ধরার জন্য কাজ করছে। এসব গ্রুপের মধ্যে রয়েছে, ক্যামডেন লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল অ্যান্ড ট্রান্সজেন্ডার ফোরাম (ক্যামডেনের সমকামী মহিলা, সমকামী পুরুষ, উভগামী এবং লিঙ্গান্তরিত লোকদের ফোরাম) এবং ক্যামডেন ফেইথ কমিউনিটিজ পার্টনারশিপ (ক্যামডেনের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর যৌথ-উদ্যোগ)। আরো রয়েছে অনেকগুলো টেনেন্ট ও লীজহোল্ডারদের গ্রুপ, নেইবারহুড পার্টনারশিপ, এবং একটি রেফুজি ফোরাম যা রেফুজি বা শরণার্থী গোষ্ঠীগুলোর লোকজনকে সমাজে সুন্দরভাবে মিশে যেতে সহায়তা করে। আমাদের সকল স্কুলে নাগরিকত্বের উপর শিক্ষা দেওয়া হয় এবং স্কুল ছুটির পর স্কুল গৃহগুলোকে এখন বৃহত্তর কমিউনিটির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীরাও স্কুল কাউন্সিলগুলো এবং UK ইয়ুথ পারলামেন্টের সাথে জড়িত হয়েছে।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- আরো বেশী লোককে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে আনা, সপ্তাহে কমপক্ষে দুই ঘন্টার জন্য।
- আরো বেশী লোকের মধ্যে এই অনুভূতি আনা যে, তারা স্থানীয় সেই সব সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটাতে পারে যেগুলো তাদের উপর প্রভাব ফেলে।
- আরো বেশী লোকের মধ্যে এই অনুভূতি আনা যে, তাদের স্থানীয় এলাকাটি এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন জাতির লোকজন একত্রে শান্তিতে বসবাস করছে।
- বাসিন্দাদের মধ্যে এই অনুভূতি আনা যে, ক্যামডেনের প্রতি তাদের মমত্ববোধ আরো গভীর হয়েছে।

- লোকজনকে উৎসাহিত করা যাতে আরো বেশী লোক নির্বাচনের সময় ভোট-কেন্দ্রে আসেন ।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

ক্যামডেনকে বসবাসের জন্য একটি উত্তম স্থানে পরিণত করতে প্রত্যেকেরই যে একটি ভূমিকা আছে তার প্রতি লোকজন প্রচুর সমর্থন জানিয়েছেন । লোকজন স্থানীয় সিদ্ধান্ত-গ্রহণে তাদের প্রভাবও খাটাতে চেয়েছেন এবং তারা 'ইয়ুথ কাউন্সিল' চেয়েছেন । লোকজন আমাদেরকে আরো বলেছেন যে, শুধু গুটি কয়েকজন লোক যারা কথা বলতে পারেন তারাই নন, প্রতিটি লোককেই অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে । আমাদেরকে আরো বলা হয়েছে যে, আমাদের বহু-জাতিক সমাজকে একতাবদ্ধ রাখতে হলে ইংরেজী ভাষা শেখা খুবই জরুরী এবং আমাদের জাতিগত ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং সাথে সাথে এটা বোঝানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।

কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- সমগ্র বারা জুড়ে এলাকা-ভিত্তিক ফোরাম গঠন করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়াকে মানুষের আরো কাছে নিয়ে আসবে । এসব ফোরামে লোকজন তাদের স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তে এবং প্রদত্ত সরকারী সেবা-ব্যবস্থায় প্রভাব খাটাতে পারবে ।

- ক্যামডেনে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ জাতীয় গড়ের চেয়ে বাড়িয়ে তুলবে, নিজেরাই নিজের সমাজকে গড়ে তুলবো এই মানসিকতা লালন করবে এবং বিভিন্ন প্রজন্মের অর্থাৎ ছোট ও বড়দের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ আরো বৃদ্ধি করবে ।

- বারায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো বেশী মেলামেশা এবং আরো বেশী সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য নতুন 'সোশ্যাল কোহিশন অ্যাডভাইজরি ফোরাম' গঠন করবে ।

- বিভিন্ন জাতির লোকজনের মধ্যে মেলামেশা আরো বৃদ্ধি করার জন্য সরকারী এবং সামাজিক কর্মকান্ডের স্থান ও ভবনগুলোতে প্রবেশের সুবিধা আরো উন্নত করবে ।

- রেফুজি জনগোষ্ঠী সহ, সবেমাত্র এসেছেন এমন লোকজনকে সমাজে এবং গণতান্ত্রিক জীবনে মিশে যেতে সহায়তা করবে ।

- নাগরিক জীবনে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণ এবং মনোনিবেশ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি 'ইয়ুথ কাউন্সিল' গঠন করবে এবং শিশুদের জন্য কি করা যেতে পারে সেটাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে ।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করে, অথবা স্থানীয় কোন গ্রুপ, সার্ভিস অথবা সোসাইটিতে

যোগদান করে এবং তাদেরকে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকজনের কাছে যেতে উৎসাহ দিয়ে ।

- স্থানীয়, গ্রেটার লন্ডন অথোরিটি, জাতীয় এবং ইউরোপীয়ান ইলেকশনে ভোট দিয়ে এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলোতে জড়িত হয়ে ।
- যেসব বিষয়কে আপনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সেগুলো সম্পর্কে আপনার স্থানীয় কাউন্সিলর অথবা MP (এমপি)-কে আপনার মতামত জানিয়ে ।
- পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে ।

সমগ্র বারা জুড়ে লোকজনের কল্যাণ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য উন্নত করা

আমাদের লক্ষ্য হলো, ক্যামডেনের বাসিন্দাদের যাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করা ।

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

আমাদের স্বাস্থ্যের এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার সাথে অনেক কারণ জড়িত । এসব কারণের অনেকগুলোই সরকারী সেবা-ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যেমন পরিবেশ এবং বাসস্থানের অবস্থা । স্বাস্থ্যগত অনেক অসুবিধার চিকিৎসা করার জন্য NHS (এনএইচএস) দায়ী । যাহোক, স্বাস্থ্যগত আরো অনেক দিক রয়েছে, আর সেগুলো কেবল লোকজন নিজেরাই উন্নত করতে পারেন, যেমন ধূমপান ছেড়ে দেওয়া এবং সক্রিয় জীবনযাপন করা ।

নিজের উন্নতি করা এবং নিজের কিছু পছন্দনীয় বিষয় থাকা সহ, সাধারণ কল্যাণের বিষয়টি প্রতিটি লোকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । ক্যামডেনে, তুলনামূলকভাবে কাজ করার বয়সী লোকের সংখ্যা বেশী, বিশেষ করে ২০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী প্রাপ্ত বয়স্কদের, যারা চাকরি, পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেন, আর সে কারণে তাদের পক্ষে সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে ।

আমাদের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী রয়েছে । শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরাই হলো এই বারার ভবিষ্যৎ এবং তারা যাতে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে সুস্থ ও ভালো রাখাটা খুবই জরুরী । বয়স্ক লোকজন, যাদের অনেকেই এখন দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকছেন, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে এবং সমাজে সক্রিয় অবদান রাখতে চান ।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

প্রতি বছর স্থানীয় 'ডিরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ্' বারার লোকজনের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিষয়গুলো যাচাই করেন । এই যাচাই কাজের ফলাফল একটি বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় । রিপোর্টে

প্রকাশিত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও ঐ রিপোর্টে উল্লেখ থাকে। ধূমপান কমিয়ে, মোটা হয়ে যাওয়া কমিয়ে, যৌন ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে, এবং মদ থেকে যেসব ক্ষতি হয় সেগুলো কমিয়ে আমরা যে মানুষের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারি সে ব্যাপারে জোরালো প্রমাণ রয়েছে।

ক্যামডেনের আরো রয়েছে 'শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিকল্পনা'। আমাদের যেসব শিশু ও কিশোর-কিশোরী ক্যামডেনে বসবাস ও লেখাপড়া করছে এবং বড় হচ্ছে তাদের সবার জন্য জীবনে উন্নতি করার যত সুযোগ আছে এই পরিকল্পনাটিতে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বয়স্ক লোকজন যাতে স্বাধানভাবে জীবনযাপন করতে পারেন এবং স্থানীয় কমিউনিটির কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হতে পারেন সেটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা, সোশ্যাল কেয়ারের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায়ে, কাজ করছি।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- ধূমপান কমানো।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া এবং দৈহিক কর্মকান্ড করা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- যৌন স্বাস্থ্য-সেবা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- ক্যান্সার এবং করোনারী হার্ট ডিজিজের মতো রোগগুলো কমানো।
- ক্যামডেনে বৃদ্ধদের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলেছে, এই জনসংখ্যার চাহিদা ও আশা-আকাংখাগুলো মেটানোর জন্য যাতে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও বাসস্থান থাকে সেটা নিশ্চিত করা।
- শিশুদের প্রতি নির্যাতন এবং অবহেলার ঘটনা সর্বনিম্নে রাখা।
- নিজের বাড়ীতে বসবাস করতে পারেন এমন অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের সংখ্যা বাড়ানো। প্রয়োজন হলে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে তাদের নিজ বাড়ীতে বসবাস করতে সক্ষম করে তোলা।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

লোকজন মনে করেন যে, খেলাধূলা করা এবং দৈহিক কর্মকান্ড করা সহ, নিজের স্বাস্থ্যের আরো বেশী যত্ন নেওয়ার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছু সহায়তা করা হয়েছিলো বলেও তারা উল্লেখ করেছেন।

বয়স্ক লোকজন একটি কথা খুব জোরালোভাবে বলেছেন যে, সক্রিয় নাগরিক হিসেবে সমাজকে দেওয়ার মতো তাদেরও অনেক কিছু আছে এবং তারা আরো বলেন যে, বয়স্ক লোকজন যাতে একাকী না হয়ে পড়েন সেজন্য আরো কিছু করা দরকার।

শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক নিরাপত্তা, কিশোর-কিশোরীদের জন্য উন্নত সুযোগ-

সুবিধা, যৌন স্বাস্থ্য, বুলিং (ভীতি প্রদর্শন বা মারামারি করা), বসবাস ও লেখাপড়া করা এবং বেড়ে ওঠার জায়গা হিসেবে ক্যামডেনে ভালো কোন অবদান রাখার সুযোগ - ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা আরো বলেছে যে, অবসর সময়ে যাওয়ার জায়গাগুলো তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেসব জায়গায় যেতে যে খরচ হয় সেটা তাদের থাকে না বলে তারা সেখানে যেতে পারে না।

কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- ধূমপান কমানোর জন্য ব্যবস্থা নেবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া এবং দৈহিক কর্মকান্ড করার সহ স্বাস্থ্যসম্মত কাজ করার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করবে।
- প্রতিটি লোক যাতে স্বাস্থ্যবান থাকতে পারে, শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে, এবং পূর্ণ ও সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে।
- যেসব শিশু ও কিশোর-কিশোরী ক্যামডেনে বসবাস ও লেখাপড়া করছে এবং বড় হচ্ছে তাদের সবার জন্য জীবনে উন্নতি করার যত সুযোগ আছে সেগুলোর ব্যবস্থা করবে।
- যেসব লোকের শারীরিক অথবা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে যা থেকে তারা শারীরিক অথবা মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে যেতে পারেন তাদের সাথে কাজ করবে যাতে তারা অব্যাহতভাবে সমাজে ভালো অবদান রাখতে পারেন।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- হাঁটা, আরো বেশী দৈহিক কর্মকান্ড করা এবং ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে আপনার জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে।
- আপনার এলাকার শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে পারে এবং দৈহিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করে।
- পুরো পরিবার একত্রে করতে পারে এমন সব শিক্ষামূলক কর্মকান্ড ও স্কুল ছুটির পর শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে অংশে নিয়ে, এবং সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যবহার করে।

নিরাপদ ক্যামডেন যা হবে আমাদের বিশ্বমানের শহরের একটি কর্মমুখর অংশ

ক্যামডেন হলো একটি বিশ্বমানের শহরের কর্মমুখর ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে থাকেন। এখানে রয়েছে লন্ডনের কয়েকটি জনপ্রিয় এবং পরিচিত স্থান যেমন, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, হ্যাম্পস্টেড হিথ এবং ক্যামডেন লক মার্কেট।

কিংস্ ক্রস হলো একটি এলাকা যেখানে নানা ধরনের পরিবর্তন ও উন্নয়ন চলছে এবং ২০০৭ সালে যখন ইউরোস্টার ট্রেইন লিংক চালু হবে তখন এটি লন্ডন এবং সারা দেশের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে। ক্যামডেন টাউন হলো বারার মধ্যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার পর্যটক আসেন।

তবে, মধ্য-লন্ডনের অন্যান্য বারার মতো ক্যামডেনেও অপরাধ ও সমাজ-বিরোধী আচরণের পরিমাণ খুব বেশী, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় যেমন ক্যামডেন টাউন ও ব্লুমস্‌বারী। আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো এসব সমস্যার মোকাবেলা করা, কিন্তু এর কর্মমুখরতা এবং এই বিশ্বমানের শহরে এটির যে ভূমিকা রয়েছে তা বজায় রাখা।

লন্ডনের একটি সমৃদ্ধশালী এবং নিরাপদ অংশ এবং ইউরোপের প্রবেশদ্বার

আমাদের লক্ষ্য হলো, ক্যামডেনকে একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত করা কিন্তু এর কর্মমুখরতা বজায় রাখা।

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

ক্যামডেন একটি কর্মমুখর এবং উন্নত-সংস্কৃতির স্থান, তবে এখানে অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধী আচরণের পরিমাণও বেশী, বিশেষ করে নেশাকর দ্রব্য সেবন, যা অনেকের কাছেই একটি দুশ্চিন্তার কারণ। ক্যামডেনে রয়েছে একটি সমৃদ্ধশালী রাত্রিকালীন অর্থনীতি যার ভিত্তি হচ্ছে পাব (মদের দোকান), ক্লাব এবং রেস্টুরেন্টগুলো। প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী/পর্যটক এই বারায় আসেন এবং এটি হচ্ছে যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে লন্ডনের মধ্যে একটি বড় জংশন যেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়। এর ফলে, রাস্তাগুলো পরিষ্কার রাখা সহ এখানে একটি উচ্চমানের শহুরে পরিবেশ বজায় রাখা আরো কঠিন হয়ে পড়ে, যার কারণে এখানে নিরাপত্তার ঘাটতি আছে বলে মনে হতে পারে। আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো বারার কর্মমুখরতা এবং মধ্য লন্ডনের একটি বারা হিসেবে আমাদের ভূমিকার সাথে - এটিকে বর্তমানের চেয়ে আরো বেশী নিরাপদ করে তোলার মধ্যে - একটি সামঞ্জস্যতা বিধান করা। লন্ডন শহরে নবরূপে সজ্জিত কিংস্ ক্রসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

সার্বিকভাবে, কিছু প্রতিরোধ এবং কিছু আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ক্যামডেনে অপরাধের পরিমাণ ২০০৩ সালের তুলনায় ২০% কমেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত ১২ মাসে প্রায় ৩০০ জন নেশাকর দ্রব্যের বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বারায় অনেকগুলো প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, যেমন সন্তান লালন-পালনের উপর কর্মসূচী এবং আচরণ বিষয়ক চুক্তি যেমন 'গ্রহণযোগ্য আচরণ বিষয়ক চুক্তি' (Acceptable Behaviour Contracts)। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে লাইসেন্স এমনভাবে প্রদান করা যাতে রাত্রিকালীন কেনা-বেচা বাড়বে এবং শক্তিশালী হবে কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান ঠিক থাকবে।

১৯৯৯ সাল থেকে, প্রায় ২০০টির বেশী সমাজ-বিরোধী আচরণ বিষয়ক আদেশ (ASBOs) জারি করা হয়েছে, এগুলো প্রধানত প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতিই জারি করা হয়েছে। অন্যান্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা - যেমন, মধ্যস্থতা, পুনর্বাসন এবং ভিন্নমূখী করার কর্মকান্ড - গ্রহণের পরও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ ভালো না হলে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে ASBO ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- সার্বিকভাবে, অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধী আচরণ কমিয়ে আনা, বিশেষ করে চুরি-ডাকাতি এবং মারামারির অপরাধ।
- অপরাধের ভয় কমিয়ে আনা।
- পুনরায় অপরাধ করেন এমন প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা কমিয়ে আনা।
- মদ এবং বে-আইনী নেশাকর দ্রব্য থেকে ক্ষতি হওয়ার ঘটনা কমিয়ে আনা।
- চিকিৎসা কর্মসূচীগুলোতে নেশাকর দ্রব্যের ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বাড়ানো।
- বুলিং (ভীতি প্রদর্শন, মারামারি), সমাজ-বিরোধী আচরণ এবং অপরাধের সাথে জড়িত হতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বাধা দেওয়া।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

নেশাকর দ্রব্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমাজ-বিরোধী আচরণ ছিলো গণ-মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। অনেক বাসিন্দা মনে করেন যে, এই সমস্যাগুলোর কারণে জীবনযাত্রার মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে বারার কিছু কিছু এলাকায়। বারার যেসব এলাকায় নেশাকর দ্রব্যের সমস্যা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ক্যামডেন টাউনের নামই সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। জনসাধারণ চান যে, কিভাবে আমরা অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধী আচরণ সামাল দিচ্ছি সে ব্যাপারে যেন তাদের জানানো হয় এবং তারা এসব সমস্যার সমাধানের সাথেও জড়িত হতে চান। জনগণ মনে করেন যে, কিংস্ ক্রসকে এমনভাবে উন্নত করতে হবে যেন তা স্থানীয় জনসাধারণের জন্য উপকার বয়ে আনে।

কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- লন্ডনের কিংস্ ক্রসকে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি ও লন্ডনের প্রবেশদ্বারে রূপান্তরিত করা সহ, একটিকে একটি নতুন ও সুন্দর স্থানে পরিণত করার জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে।

- জনসাধারণ যাতে সমাজ-বিরোধী আচরণ সম্পর্কে সহজে রিপোর্ট করতে পারেন তার বন্দোবস্ত করবে।

- সমাজ-বিরোধী আচরণের কারণগুলো মোকাবেলা করবে। যেমন, সন্তান লালন-পালনে মা-বাবাদের সহায়তা করা এবং সাথে সাথে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

- বুলিং এবং বর্ণবাদী ঘটনাগুলো তদারক করার পদ্ধতি উন্নত করবে, এবং বুলিং, হয়রানি, বর্ণবাদ এবং অপরাধমূলক ঘটনার জন্য সহজে সহায়তা পাওয়ার বন্দোবস্ত করবে।

- আমাদের পাড়াগুলোকে (নেইবারহুডগুলোকে) আরো বেশী নিরাপদ করে তোলার ক্ষেত্রে ক্যামডেনের সকল সম্প্রদায়ের জনগণ যাতে তাদের ভূমিকা রাখতে পারেন সেটা নিশ্চিত করবে।

- কমিউনিটির সাথে যৌথভাবে কাজ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে শক্তিশালী করে এবং স্থানীয় এলাকার সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে সময়মতো তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে অপরাধের ভয় কমিয়ে আনবে।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- সমাজ-বিরোধী আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করে এবং আপনার স্থানীয় সমাজে সমস্যাগুলো সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে।
- স্থানীয় পুলিশ বাহিনীতে 'স্পেশাল কনস্টেবল' অথবা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দিয়ে যাতে আরো বেশী সংখ্যক অফিসার সম্মুখসারিতে কাজ করতে পারেন।
- 'সেফার নেইবারহুড প্যানেল' অথবা 'কমিউনিটি পেব্যাক স্কিম'গুলোর সাথে জড়িত হয়ে যেখানে বাসিন্দাগণ সেই সব অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যারা কমিউনিটি ওর্ডারের আওতায় সাজা খাটছেন।
- কোন কিশোর-কিশোরীর জন্য পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে।
- রাস্তার অবৈধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে বে-আইনী দ্রব্য না কিনে।

ক্যামডেন টাউন নিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা (ভিশান)

বারার কেন্দ্রস্থলে ক্যামডেন টাউন অবস্থিত । কিছু লোক এটাকে ভালোবাসলেও, অনেকেই এটাকে এমন একটি স্থান বলে মনে করেন যেখানে রয়েছে অনেক ধরনের সমস্যা যার সমাধান হওয়া দরকার, যেমন নেশাকর দ্রব্যাদি । এ কারণে, এই এলাকাটির উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য এলাকার বাসিন্দাগণ এবং 'লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপের' সহযোগী সংস্থাগুলো ক্যামডেন টাউনের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ।

২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিয়ে একটি সম্মেলন সভার আয়োজন করা হয়েছিলো, তাছাড়া, ক্যামডেন টাউন কমিউনিটি ফোরাম এবং ক্যামডেন টাউন আনলিমিটেডের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিলো ।

লোকজন আমাদের বলেছেন যে, ক্যামডেন টাউন একটি অনন্যসাধারণ এবং আকর্ষণীয় স্থান যেখানে রয়েছে বহু-জাতির মানুষের বাস । তরে তারা এটাও বলেছেন যে, বেপরোয়াভাবে, চোখের সামনে নেশাকর দ্রব্যের কেনা-বেচা চলে বলে এখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা শহরের কেন্দ্রস্থলের সফলতাকে বিঘ্নিত করছে । ক্যানাবিস ড্রাগের মার্কেট হিসেবে ক্যামডেন টাউনের দীর্ঘ দিনের ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি দুর্নাম আছে ।

সমাজের আশা-স্বপ্ন হলো, ক্যামডেন টাউনকে এমন একটি স্থানে পরিণত করা যেখানে নেশাকার দ্রব্যের বেচা-কেনা, বিশেষ করে চোখের সামনে বেচা-কেনা, উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে হবে, এবং এই এলাকার যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা যেন স্থানীয় বাসিন্দা ও সকল রুচির ও সকল বয়সের পর্যটকদের জন আকর্ষণীয় কিছু উপহার দিতে পারে । ক্যামডেন টাউনে এমন কিছু স্থান থাকা দরকার যেখানে স্থানীয় বাসিন্দাগণ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা-কাটা করতে পারবেন এবং সকল ধরনের মানুষ যেন এখানকার উচ্চ মানের ও বিভিন্ন ধরনের দোকান-পাট দেখে এখানে আসতে আগ্রহী হয় । রাত্রিকালীন অর্থনীতিটি এমন কিছু হওয়া উচিত, যা কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি চল্লিশ থেকে ঊনষাট বছর বয়সী লোকজন উপভোগ করতে পারেন । লোকজন যখন ক্যামডেন টাউনের কথা মনে করেন, তখন তাদের মনে পড়া উচিত রাউন্ডহাউজের মতো স্থানের কথা, তবে রাস্তায় নেশাকর দ্রব্যের বেচা-কেনার কথা এবং সাধারণভাবে এর অপরিচ্ছন্নতার কথা নয় । বিভিন্ন ধরনের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করে, বিশেষ করে সার্ভিস সেক্টরে, বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলোও যাতে এই দ্রুত উন্নয়নশীল শহরটির সফলতার ভাগ পায় সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ।

LSP বিশ্বাস করে যে, এই সুদূরপ্রসারী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে ক্যামডেন টাউনের পুনরুন্নয়ের দিকে জোর দিতে হবে, শুধু তার সমস্যাগুলো কোনমতে সমাধান করে গেলে চলবে না । সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, নেশাকর দ্রব্যের বেচা-কেনা সবচেয়ে অগ্রাধিকারপূর্ণ সমস্যা এবং এটির মোকাবেলা করার জন্য নিচে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- আরো অনেক ইউনিফর্ম পরা লোক নিয়োগ করা সহ আইন কার্যকর করা ।
- ক্যামডেন টাউনের বাইরের পরিবেশ - যেমন রাস্তা, ফুটপাত, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা -

উন্নত করা, এবং “বসবাসযোগ্যতা” অর্থ (Liveability Fund) এর মাধ্যমে এই এলাকায় ইতিমধ্যে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া ।

- নেশাকরা দ্রব্য বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে এবং পরিবেশের উন্নতি সাধন করে এলাকার দুর্নাম কমানো, এবং সাথে সাথে ক্যামডেন টাউন যে প্রতিটি লোকের উপভোগের জন্য একটি উত্তম স্থান সে সম্পর্কে আরো ভালো প্রচারণা চালানো ।

ক্যামডেন টাউনের ভালো যা কিছু আছে সেগুলো না হারিয়ে এটিকে একটি উত্তম স্থানে পরিণত করতে হলে দরকার সতর্কতার সাথে নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া । আইন প্রয়োগের ব্যাপারে কাউন্সিল এবং পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে । বাহ্যিক পরিবেশ উন্নত করা এবং এলাকার সুনাম বাড়ানোর জন্য অনেক কাজ করতে হবে । ক্যামডেন টাউনকে একটি উত্তম স্থানে পরিণত করতে ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাগণও বিশেষ অবদান রাখতে পারেন ।

লন্ডন অলিম্পিক সহ, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধাগুলো থেকে উপকৃত হওয়া

আমাদের লক্ষ্য হলো, ক্যামডেনের বাসিন্দাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যাতে তারা সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডগুলোতে অংশ নিতে পারে ।

এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

ক্যামডেন তার বিভিন্ন খোলা জায়গা, পার্ক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিখ্যাত, যেমন হ্যাম্পস্টেড হিথ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম । সারা বছর জুড়ে এখানে নানা ধরনের সামাজিক উৎসব এবং স্থানীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । তবে বারায় নানা ধরনের যেসব বিনোদনমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড রয়েছে সেগুলো যে ক্যামডেনের সকল সম্প্রদায়ের লোকজনই উপভোগ করতে পারেন তা নয় ।

২০১২ সালের মধ্যে, ইউরোপের মূল ভূখন্ড ক্যামডেন থেকে মাত্র দু’ঘন্টার দূরত্বে থাকবে, এবং লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে ‘লন্ডন অলিম্পিক’ এবং ‘প্যারালিম্পিক’ খেলাধূলা । লন্ডন অলিম্পিককে কাজে লাগিয়ে ক্যামডেন বারায় বিনোদনমূলক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করতে, সকল বয়সের সকল লোক যাতে এটি উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিতে, এবং এই খেলাধূলা থেকে যাতে স্থানীয় বাসিন্দাগণ উপকার লাভ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে ক্যামডেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

ইতিমধ্যে যা করা হচ্ছে

ক্যামডেনের পার্ক এবং খোলা জায়গাগুলোতে যেমন লোকজন বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া, খেলাধূলা ও অনুষ্ঠানাদি করার সুযোগ পায় তেমনি লোকজন এসব জায়গায় এসে নিরিবিলিতে আরাম করতে পারেন । কোন কোন পার্ক - যেমন ওয়াটারলো এবং হাইগেট - সমাজের প্রতি এবং সার্বিকভাবে

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদের অবদানের জন্য পুরষ্কার লাভ করেছে।

সমগ্র বারা জুড়ে খেলাধূলার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং বর্তমান সুবিধাগুলোর উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। নতুন 'স্যুইস কটেজ লেজার সেন্টারটিতে' প্রতি মাসে ৫০,০০০ দর্শনার্থী আসেন। ট্যালাকর কমিউনিটি স্পোর্টস্ সেন্টারটি লন্ডনের মধ্যে একটি প্রধান 'খেলাধূলার উন্নয়ন সেন্টার', এবং কেনটিশ টাউন স্পোর্টস্ সেন্টারটিকে উন্নত করার কাজ চলছে।

এই বারায় অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এখানে যেমন রয়েছে রেডহাউজের মতো স্থান তেমনি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠান, আর কিলবার্ন ও কেনটিশ টাউনে রয়েছে নতুন অথবা নবায়নকৃত লাইব্রেরী।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কাজ করছি তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো:

- সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে আরো বেশী লোককে সন্তুষ্ট করা।
- খেলাধূলা এবং অবশর সময়ের কর্মকান্ডে আরো বেশী লোককে সন্তুষ্ট করা।
- ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী আরো বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়েকে সপ্তাহে কমপক্ষে দুই ঘন্টা করে সুসংগঠিত দৈহিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে উৎসাহিত করা।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরকে উপভোগ ও সফলতা অর্জন করতে সহায়তা করার জন্য স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা, যেমন ব্রেকফাস্ট ক্লাব এবং স্কুল ছুটির পরবর্তী কর্মকান্ড।

লোকজন আমাদেরকে যা বলেছেন

বাসিন্দাগণ বলেছেন যে, তারা ক্যামডেনের পার্ক এবং খোলা জায়গাগুলো উপভোগ করেন, তবে সেখানে বড় ধরনের অনুষ্ঠান হতে পারে এই ভয়ে ভীত থাকেন। ক্যামডেনে বিভিন্ন ধরনের অবশর সময়ের ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা থাকায় লোকজন প্রশংসা করেছেন, তবে সেসব স্থানে যেতে বেশ খরচ হয় এবং সরকারী যানবাহনের সমস্যা আছে বলে তারা সেখানে যেতে পারেন না। কেউ কেউ যদিও মনে করেন যে, লন্ডন অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক লেখাধূলা অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসবে, তবে লোকজন খরচ নিয়ে চিন্তিত আছেন এবং সেগুলো থেকে ক্যামডেনের বাসিন্দাগণ উপকৃত হবে কি না সেটা নিয়েও তারা কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দে আছেন।

কাউন্সিল এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলো (পার্টনারগণ) কি করবে

- 'ক্যামডেনের সুপ্ত' সাংস্কৃতিক স্থানগুলো উন্মোচন করার মাধ্যমে, আমাদের খোলা জায়গাসমূহ ও সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থাপত্য নিদর্শনগুলো যাতে জনগণের কাছে আকর্ষণীয় এবং সহজে প্রবেশযোগ্য হয় তা নিশ্চিত করবে।

- উচ্চ মানের পাবলিক আর্ট সহ নতুন নতুন সাংস্কৃতিক স্থান গড়ে তোলা, সুন্দর সুন্দর শহুরে ডিজাইন তৈরী করা এবং কাজ ও বসবাসের জন্য আকর্ষণীয় ও প্রবেশযোগ্য স্থান তৈরী করার লক্ষ্যে একত্রে কাজ করবে ।

- ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ব্রিটিশ লাইব্রেরী এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সহ বিভিন্ন স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ণ ব্যবহার করার লক্ষ্যে ক্যামডেনের স্কুল-ছুটির-পরবর্তী এবং কমিউনিটি শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করবে ।

- ক্যামডেনকে একটি পর্যটক কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য জোর প্রচারণা চালাবে, চ্যানেল টানেল রেইল লিংক চালু হলে তার উপর ভিত্তি করে এবং লন্ডন অলিম্পিকের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আরো বেশী সুযোগ-সুবিধা বাড়াবে ।

- ক্যামডেনের বাসিন্দা এবং ব্যবসাগুলো যাতে লন্ডন অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক খেলাধূলা থেকে অনেক বেশী লাভবান হতে পারে তার ব্যবস্থা নেবে এবং এই পরিকল্পনার পাশাপাশি একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রকাশ করবে যাতে উল্লেখ থাকবে কিভাবে আমরা:

    - শিশু ও কিশোরীদের আরো সক্রিয় ও স্বাস্থ্যবান হতে সাহায্য করতে এবং ২০০৭ সালের মধ্যে ক্যামডেন ডিজেবিলিটি ফোরাম গঠন করতে পারি ।
    - ২০০৭ সাথে সেন্ট প্যানক্রাসে চ্যানেল টানেল রেইল লিংক চালু হলে আমাদের সাংস্কৃতিক ও অবসর সময় কাটানোর সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে পারি এবং অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক খেলাধূলার সময় এগিয়ে আসার সাথে সাথে আমাদের লোকজনকে উৎসাহিত করতে এবং আমাদের বহু-জাতিক সমাজকে একত্রিত করতে পারি ।
    - স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ বৃদ্ধি করতে পারি ।
    - ২০১২ সালের অলিম্পিক ক্যামডেনের জন্য যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে তাকে বৃদ্ধি করতে পারি, এক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী এবং ছোট ব্যবসাগুলোর সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হবে ।
    - ক্যামডেনের সর্বত্র যারা বসবাস ও কাজ করছেন এবং ২০১২ সালে যারা মধ্য লন্ডনে বেড়াতে আসবেন তাদের সবার সুবিধার জন্য আমাদের রাস্তা, পার্ক এবং খোলা জায়গাগুলো উন্নত করতে পারি ।

স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে অবদান রাখতে পারেন

- পার্কে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও উৎসবের সাথে জড়িত হয়ে ।
- আসছে লন্ডন অলিম্পিকের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যোগদান করে ।
- আপনার স্থানীয় যাদুঘর অথবা আর্টস্ সেন্টার সম্পর্কে তথ্য জেনে পরবর্তীতে আপনার বন্ধু-বান্ধবী এবং আত্মীয়-স্বজনদের সেখানে নিয়ে গিয়ে ।

যোগাযোগসমূহ

কমিউনিটি উন্নয়ন বিষয়ক এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে আরো জানতে হলে অথবা অন্য কোন আকারে এটির কপি পেতে হলে, দয়া করে কমিউনিটি স্ট্র্যাটিজি টিমের সাথে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

community.strategy@camden.gov.uk

Community Strategy Team
(কমিউনিটি স্ট্র্যাটিজি টিম)
Room 305
Camden Town Hall
Judd Street
London WC1H 9BR

ফোন: 020 7974 3257 (০২০ ৭৯৭৪ ৩২৫৭)
ফ্যাক্স: 020 7974 6057 (০২০ ৭৯৭৪ ৬০৫৭)

টেক্সটলিংক, টাইপটক অথবা মিনিকম: 020 7974 6866 (০২০ ৭৯৭৪ ৬৮৬৬)

'ক্যামডেন টুগেদার' (একতাবদ্ধ ক্যামডেন) সম্পর্কে আরো তথ্য জানার জন্য, এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.camdentogether.org.uk

অনুবাদ

'ক্যামডেন টুগেদার' (একতাবদ্ধ ক্যামডেন) নামের এই দলিলটিতে, ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ক্যামডেন বারাকে নিয়ে আমাদের যেসব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

'ক্যামডেন টুগেদার' এর কপি (অনুলিপি) আপনার নিজ ভাষায়, বড় ছাপার অক্ষরে, কানে শোনার টেপে অথবা পডকাস্টে পেতে হলে দয়া করে উপরের ঠিকানাগুলোতে যোগাযোগ করুন। দয়া করে মনে করে আমাদেরকে আপনার নাম, টেলিফোন নম্বর, এবং যে আকারে আপনি এটি পেতে চান তার নাম বলবেন।

কিছু কিছু শব্দ বা শব্দসমষ্টির তালিকা সহ ব্যাখ্যা

গ্রহণযোগ্য আচরণ বিষয়ক চুক্তি (Acceptable Behaviour Agreements)	প্রধানত, যেসব কিশোর-কিশোরী তাদের বসবাসের এলাকায় সমস্যার সৃষ্টি করে সেইসব কিশোর-কিশোরী, তাদের মা-বাবা অথবা অভিভাবক, লোকাল অথোরিটি এবং পুলিশের মধ্যে সম্পাদিত একটি ঐচ্ছিক (অপশনাল) চুক্তি ।
সমাজ-বিরোধী আচরণ বিষয়ক আদেশ (Anti-social behaviour orders)	কোন লোকের বিরুদ্ধে গৃহীত একটি আইনগত ব্যবস্থা, এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের কাছে এই আদেশ চাওয়া হয় । এই আদেশে এমন সব শর্ত থাকে যার কারণে কোন ব্যক্তি অন্য লোকদের ভয় দেখাতে এবং বিপদ সৃষ্টি করতে পারেন না ।
ATM's (এটিএম)	অটোমেটেড টেলার মেশিন অথবা 'ক্যাশ মেশিন' ।
বিজিনেস ইম্প্রুভমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট (বি.আই.ডি) (BIDs)	কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার, যেমন হলবর্ন, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্থানীয় যৌথ-উদ্যোগ (পার্টনারশিপ) । ব্যবসাগুলোই উন্নয়নমূলক কাজগুলো তদারক করে এবং সেগুলোর জন্য অর্থ দেয়, যেমন রাস্তা পরিষ্কার করা, আবর্জনা ফেলা, বাতির ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করা ।
ক্যামডেন বিজিনেস পার্টনারশিপ	এই গ্রুপটি কাউন্সিল, ব্যবসা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দেয় । এটা ব্যবসাগুলোকে তাদের পালনীয় নিয়ম-কানুন বুঝতে এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্কিংয়ে অংশ নিতে সহায়তা করে ।
ক্যামডেন কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট নেটওয়ার্ক (Camden Community Empowerment Network (CamdenCEN))	ক্যামডেনে যেসব ভলান্টারী (স্বেচ্ছাসেবী) এবং কমিউনিটি (সামাজিক) সংগঠন কাজ করছে 'ক্যামডেন কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট নেটওয়ার্ক' তাদেরকে একযোগে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় । এর লক্ষ্য হলো, বিভিন্ন ভলান্টারী এবং কমিউনিটি সংগঠন ও গ্রুপগুলোকে কৌশলগত বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করা এবং বারার বিভিন্ন কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরীতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব খাটানো ।
ক্যামডেন প্রাইমারী কেয়ার ট্রাস্ট (PCT)	লন্ডন বারা অফ ক্যামডেনে সকল প্রাইমারী (প্রাথমিক) এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য-সেবা প্রদান করা ক্যামডেন PCT-এর দায়িত্ব । প্রাইমারী কেয়ারের মধ্যে রয়েছে: ফার্মাসিস্ট, ডেন্টিস্ট, অপটিশিয়ান এবং পারিবারিক ডাক্তারগণ । হেলথ ভিজিটর এবং ডিস্ট্রিক্ট নার্সগণ কমিউনিটি কেয়ারের মধ্যে পড়েন । PCT ক্যামডেনের লোকজনের জন্য জরুরি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে ।

ক্যামডেন টুগেদার (একতাবদ্ধ ক্যামডেন)	এটি হচ্ছে ক্যামডেনের ২০০৭-২০১২ পর্যন্ত টেকসই সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নাম ।
ক্যামডেন টাউন কমিউনিটি ফোরাম	এটি বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত একটি গ্রুপ । এটি ক্যামডেন টাউনের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে তুলে ধরে ।
ক্যামডেন টাউন আনলিমিটেড	ক্যামডেন টাউনে অবস্থিত ‘বিজিনেস ইম্প্রুভমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট’ (উপরে দেওয়া সংজ্ঞা দেখুন) ।
ক্যামডেন ওয়ার্কিং জব শপ	এটি চাকুরি বিষয়ক একটি সেবা । ক্যামডেন টাউনে এটির একটি নিয়োগ কেন্দ্র বা রিক্রুটমেন্ট সেন্টার আছে যা ক্যামডেনের বাসিন্দাদেরকে প্রকৃত চাকুরি খুঁজে দেয় ।
কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint)	এটি একটি শব্দ সমষ্টি যা কোন ব্যক্তি বা সংগঠন পরিবেশের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছেন এবং তারা তাদের কাজের মাধ্যমে কতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করছেন তা বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করা হয় ।
শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের পার্টনারশিপ	চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপলস্ পার্টনারশিপ বোর্ড (শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের পার্টনারশিপ বোর্ড) ক্যামডেনের শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলো ঠিকমতো বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সেটা তদারক করে ।
কমিউনিটি পেব্যাক স্কিমস্	কমিউনিটি পেব্যাক হচ্ছে লন্ডন প্রবেশন, মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস এবং লোকাল অথোরিটিগুলো নিয়ে গঠিত একটি পার্টনারশিপ বা যৌথ-উদ্যোগ । এই স্কিমের মাধ্যমে লন্ডনের যেসব অপরাধীর কমিউনিটির কাজ করার সাজা হয়েছে তাদের দিয়ে বিনাপয়সায় এসব কাজ করিয়ে নেওয়া হয় যাতে তারা জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পারে । এই স্কিম জনসাধরণকে বিভিন্ন প্রকল্প-কাজে তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ দেয় ।
কাউন্সিলের কর্পোরেট প্ল্যান	এটি একটি প্ল্যান বা পরিকল্পনা যাতে ক্যামডেন কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের উল্লেখ থাকে ।
কাউন্সিলরগণ	কাউন্সিলের নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । ক্যামডেন কাউন্সিলে ৫৪ জন কাউন্সিলর আছেন ।
এডুকেশন বিজিনেস পার্টনারশিপ	এই পার্টনারশিপ বা যৌথ-উদ্যোগটি স্কুল, ব্যবসা এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ তৈরী করে দেয় ।

এন্টারপ্রাইজ সাপোর্ট প্রোগ্রাম	যেসব লোক ব্যবসা শুরু করতে চান তাদের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক দেয় বিভিন্ন সহায়তামূলক কর্মকান্ড ।
ক্যামডেনের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর যৌথ-উদ্যোগ (Camden Faith Communities' Partnership)	ক্যামডেনের প্রধান প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো নিয়ে গঠিত একটি পার্টনারশিপ বা যৌথ-উদ্যোগ ।
GDP (জি.ডি.পি.)	গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) - ইউ.কে. (UK)-এর আয় মাপার একটি পদ্ধতি ।
লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার ফোরাম (LGBT Forum)	এটি হচ্ছে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ সমকামী মহিলা, সমকামী পুরুষ, উভগামী এবং লিঙ্গান্তরিত লোকদের একটি ফোরাম । এই ফোরামটি বারার এই গোষ্ঠীর লোকজনের মতামত তুলে ধরে ।
বসবাসযোগ্যতা (Liveability)	এটা দিয়ে কোন শহর অথবা স্থানে প্রবেশের কতটা সুযোগ-সুবিধা আছে, সেটা কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ এবং কোন্ ধরনের স্থানে লোকজন বসবাস ও কাজ করতে চায় তা বোঝানো হয়ে থাকে । বাসবাসযোগ্যতা বাড়ানোর বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া যায় ।
স্থানীয় এলাকা বিষয়ক চুক্তি (Local Area Agreement) (LAA)	LAA (এল.এ.এ.)গুলোতে কোন স্থানীয় এলাকার জন্য কোন্ কোন্ কাজের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে সেগুলো কেন্দ্র সরকার, লোকাল অথোরিটি, লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ এবং স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য প্রধান প্রধান সাথী সংস্থাগুলোর সম্মতিক্রমে উল্লেখ করা থাকে । কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত কিছু অর্থের ব্যবহার পরিষ্কারভাবে LAA (এল.এ.এ.)-তে ব্যাখ্যা করে বলা থাকে । তাছাড়া, LAA বিভিন্ন সরকারী সেবা-ব্যবস্থাগুলোকে আরো বেশী কার্যকরভাবে একযোগে কাজ করতে সহায়তা করে এবং স্থানীয় সমস্যাগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান করতে সহায়তা করে । তারা অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয় যেগুলো নিয়মিতভাবে তদারক করা হয় ।
স্থানীয় উন্নয়ন কাঠামো (Local Development Framework)	এটি হচ্ছে বারার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং স্থানীয় জমি কিভাবে ব্যবহার হবে সে সম্পর্কিত একটি মূল দলিল । ইউনিটারী ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের পরিবর্তে এই দলিলটি তৈরী করা হয়েছে ।

লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ	ক্যামডেন লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ (LSP) একটি যৌথ-উদ্যোগ যা সরকারী, বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং কমিউনিটি খাতের সাথে সম্মিলিতভাবে ক্যামডেন বারায় যারা বসবাস বা কাজ করেন অথবা বেড়াতে আসেন তাদের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।
এন.এইচ.এস. জব শপ (NHS job shop)	এটি চাকুরি প্রদানকারী একটি স্থানীয় সেবা-ব্যবস্থা। ক্যামডেন PCT এই সেবা প্রদান করে। এটি কেনটিশ টাউনে অবস্থিত। স্থানীয় লোকজনকে তাদের স্থানীয় NHS-এ চাকুরি পেতে এটি সহায়তা করে।
প্রাইভেট ফিন্যান্স ইনিশিয়েটিভ	এটি হলো সরকারী সেবা প্রদানে, বিশেষ করে সরকারী ভবন নির্মাণে, বেসরকারী কোম্পানীগুলোকে জড়িত করা বিষয়ক একটি আইনানুগ চুক্তি। নতুন প্রকল্পের নকশা করতে, নির্মাণ করতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা করতে, অনেকগুলো বড় বড় নির্মাণ কারকদের নিয়ে গঠিত 'কনসরশিয়া'কে চুক্তি দেওয়া হয়। এসব চুক্তি সাধারণত ৩০ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে, এবং ঐ সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ভবনটি কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ লীজ নেয়।
রেফুজি ফোরাম	এটি হচ্ছে অনেকগুলো সংস্থা নিয়ে গঠিত একটি গ্রুপ যাতে কাউন্সিল, PCT, জবসেন্টারপ্লাস, লার্নিং অ্যান্ড স্কিলস্ কাউন্সিল এবং রেফুজি সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিগণ থাকেন। এর লক্ষ্য হলো রেফুজিরা যাতে সুন্দরভাবে বারার সাথে মিশে যেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরী করা।
তালিকাভুক্ত সামাজিক ল্যান্ডলর্ড (Registered Social Landlords)	এগুলো হলো ঐসব সংগঠন যারা সামাজিক বাসস্থান ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে হাউজিং কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ও তাদের সাথে তালিকাভুক্ত। এছাড়া, কিছু কিছু RSL (আর.এস.এল), সাধারণত অন্যান্য বাণিজ্যিক নির্মাণকারীদের সাথে যৌথভাবে, অল্প খরচের বাসস্থান নির্মাণ করে যেগুলো তারা অংশীদারী মালিকানার ভিত্তিতে বিক্রয় করে থাকে।
দি রাউন্ডহাউজ	এটি হলো ক্যামডেন টাউনে অবস্থিত একটি স্থান যেখানে গান-বাজনা ও নাটক সহ অনেক ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
সেফার নেইবারহুড প্যানেলস্	এগুলো হলো অনেকগুলো ফোরাম যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। বাসিন্দারা তাদের এলাকার যেসব সমস্যা নিয়ে চিন্তিত আছেন সেগুলো কিভাবে চিহ্নিত ও মোকাবেলা করা যায় সে ব্যাপারে এই প্যানেলগুলো বাসিন্দাদের মতামত সংগ্রহ করে। ক্যামডেনে মোট ১৮টি প্যানেল আছে - প্রতি ওয়ার্ডে একটি।

সোশ্যাল কোহিশন অ্যাডভাইজরি ফোরাম	এটি একটি নতুন ফোরাম যার উদ্দেশ্য হলো ক্যামডেনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো বেশী মেলামেশা এবং আরো বেশী সম্প্রীতি গড়ে তোলা।
টিকে থাকার সামর্থ	টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন যাত্রার মান না নামিয়ে, দুনিয়ার সকল লোককে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে এবং একটি ভালো মানের জীবন যাপন করতে সক্ষম করে তোলা।
টেকসই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Sustainable Community Strategy)	একটি দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা যার লক্ষ্য হলো বারার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ দলিল যাতে স্থানীয় এলাকার সেইসব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং বর্তমানের অগ্রাধিকারপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে উল্লেখ থাকে যেগুলো কাউন্সিল এবং লোকাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপ কর্তৃক ঠিক করা হয়েছে।
বেকার (Workless)	এই শব্দটি দিয়ে এমন লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা কোন কাজ বা চাকুরি করছেন না।